প্রার্থনা।

[হিমাচল।]

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

[তৃতীয় ভাগ।]

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট্ সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

১৮০৭ শক। ভাদ্র।

মূল্য ।০ আনা।

৭২ নং অপার সারকিউলার রোড।
বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞপ্তি।

শ্রীমদাচার্য্যদেবের হিমালয়ে অবস্থিতি ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ের প্রার্থনাগুলি পরিসমাপ্ত হইল। দুঃখের বিষয় এই, তিনি গৃহে আসিয়া যে কয়েকটি প্রার্থনা করেন, তাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই গ্রন্থের শেষে 'সোণা হ'য়ে যাওয়া' সম্বন্ধে প্রার্থনা আছে, সে গুলিতে 'সোণা হইয়া গিয়াছি' এইরূপ প্রার্থনা ছিল। যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার আর উদ্ধারের উপায় নাই। ইহা ব্যতীত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে আচার্য্যদেব দৈনিক উপাসনা-কালীন যে সকল প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই লিপিবদ্ধ আছে। সেই সকল প্রার্থনা আমরা ক্রমান্বয়ে বাহির করিবার সংকল্প করিয়াছি। ঈশ্বর কৃপায় সে সমস্ত প্রকাশিত হইলে তদ্দ্বারা যে নর নারী সকলের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা উপাসনাশীল সাধকবৃন্দকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন প্রতিদিনের উপাসনার সময় এই সকল প্রার্থনা এক একটি পাঠ করেন।

সূচী পত্র।

হিমালয়ে প্রার্থনা।

রাজ্য অধিকার।

১ লা সেপ্টেম্বর, শনিবার।

হে দয়াসিন্ধু, হে গুণনিধি, তোমার প্রিয় সন্তান তোমার প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীকে বলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীকে লাভ করিবে। বাস্তবিক, হরি, আমাদিগের লোভ ঐ দিকে। আমরা যে তোমার ছেলে হয়ে বাতাস খাব তা নয়। খুব খাব, খুব পাব, খুব সুখ-ভোগ করব। তবে কি না পৃথিবীর খড় বিচালী যাহাকে লোকে টাকা বলে তাহা চাই না। মন যায় আসল খাঁটি টাকাতে। আমরা যে প্রবঞ্চিত হব তাহা, ঠাকুর, আমাদের সাধন ভজনের উদ্দেশ্য নয়। এই পৃথিবীকে তুমি রেখে দিয়াছ যে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে উপযুক্ত হলে ইহার অধিকারী হবে। হে শ্রীহরি, মনে জানা চাই যে পৃথিবী আমার হস্তে, দান পত্রটী সই হয়েছে। ভিতরে ভিতরে পৃথিবীর এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্য্যন্ত আমাদের হয়ে যাবে। সত্যে মিলন, প্রেমে মিলন, শত্রুরা তো কিছুতে পুত্রের অধিকার হইতে পুত্রকে বঞ্চিত করতে পারবে না। হোক্ না মস্ত লুণের ঢিপি,

এক বার জল যখন ঢুকেছে ওর ভিতরে, সমস্ত ধশে যাবে। যে সুধা পাঠাইয়াছ, যে অমিয় মাখাইয়া প্রেম পাঠাইয়াছ, তাহা পৃথিবী অবিশ্বাস করিলেও পান করিতে হবে। দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে যেখানে বড় বাধা, হরিনাম আস্তে আস্তে চোরের মত সেখানে প্রবেশ করেছে। লোকে বল্‌বে লড়াই হল না, আপনাদের লোক ভাল হল না। ও দিকে আস্তে আস্তে মা আপনার রাজ্য বিস্তার করিতেছেন। বুঝেছি পিতা পৃথিবী, আমার আমাদের। আমরা পৃথিবীকে সম্বল করব আর বল্‌ব সমস্ত জগৎ সংসার নব বিধানের হয়ে গিয়াছে। একটা তো গ্রামের কথা হচ্চে না, পৃথিবীকে, মা, তুমি দিয়াছ। পাশে পাড়ার লোক গোল করে অধর্ম্ম কর্‌বে তাতে কি? তুমি পৃথিবীকে দিয়েছ। জগাই মাধাই সমস্ত হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে যাচ্চে। বিশ্বাসঘাতকেরা অনুতাপ কর্‌ছে আর দিন কতক দেরি। যখন কেল্লা মার দিয়া বলিয়া হুঙ্কার কর্‌ব, তখন আর তো চাপা থাক্‌বে না কিছু। যখন আকাশে উড়িবে বিশ্বাসী হনুমান্ তখন পৃথিবী জানিবে যে রাবণ বধ হবে, সীতা উদ্ধার হবে। দেবি, হৃদয় মধ্যে সমস্ত আয়োজন করে দাও। দখলের দিন আস্‌বে যখন তখন সত্যের জয়, ভক্তের জয় দেখে যাব। পৃথিবীকে দেখাতে হবে দখলের হুকুম। পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে তোমার নিকট দাঁড়াব, আর সমস্ত পৃথিবীকে বলিবে, মা, দখলের হুকুম দিলাম।

টাকা কড়ীর জন্যে আসি নাই। শূন্য মান নেবার জন্য আসি নাই। এসেছিলাম বড় আশা করে যে বড় লোকের সন্তান হয়ে বড় একটা বিষয় লাভ করব—ঠিক হয়েছে। খুব বড় বিষয় লওয়া যাচ্চে। এই দেখিব যে যাহা চাই নাই তাহা পেলাম না, কিন্তু পৃথিবীর লোক নিয়ে নব বিধানে ঢুকিব, এই আশা করে তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নব সুরাদান।

২রা সেপ্টেম্বর, রবিবার।

হে দীনবন্ধু, হে শুভসমাচারদাতা, সময় আসিয়াছে, যখন তোমার কথা আর গোপন করা যায় না। করা উচিতও নয়। নব বিধানের নিশান ছিল গোপনে, এখন উড়াইতে হইবে। ভগবানের একতারা বাক্স মধ্যে ছিল, এখন বাহির করিয়া বাজাইতে হইবে। ঠাকুর, ছিল অস্ত্র খাপের মধ্যে, এখন বাহির করিয়া সঞ্চালন করিতে হইবে। তোমার নিদ্রিত অলস ভৃত্যদিগকে এক বার আদেশে সঞ্জীবীত কর। এখন সময় আসিয়াছে যখন আপনি মাতিয়া পরকে মাতাইব। এই সেই শুভ দিন, এখন আপনি রোগ মুক্ত হইয়া পরকে রোগ মুক্ত করিব। যাহা দেখিলাম গোপনে, সে আগুন ঢাকা যায় না। কাপড় পড়িল।

আর মন চাপা দিতে পারে না। এক জায়গায় নয়, কত জায়গায় আগুন দেখা দিয়াছে। জলিল বনে, চারি দিকে প্রেমবহ্নি পাপ ধ্বংস করিল। বলে যা দেখেছি তা ত এখনও বেরুল না। তবে পৃথিবী আসবে কেন? ভাল জিনিষ খেয়ে লুকিয়ে রেখেছি। সামান্য ধর্ম্মের কথা গানে বক্তৃতায় প্রচার করিতেছি। জলমাখা ক্ষীর সবার পাতে দিয়াছি। আসল ছাড়িয়া এখনও ভঙ্গিমা। মা, পৃথিবীর সুরে গান গেয়েছি। বৈকুণ্ঠের সুর ত পৃথিবীতে বলি না। ভিতরে যে রূপ দেখেছি সে রূপ কে বলেছে, কোন্ কবি বর্ণনা করেছে। দয়াময়, তোমার বাহিরের ঘরেই যা কিছু গোলমাল। ভিতরের খবর জগৎ টের পায় না। সেইটে পেলে সবাই মরবে। সে ভয়ানক কথা। মারামারি কাটাকাটী ভক্তির লড়ায়ে দশ হাজার মরেছে। প্রেমের যুদ্ধে পাঁচ হাজার জখম। আজ যুদ্ধে একেবারে সসৈন্যে নির্ব্বাণ। কেবল মারামারি। এ সকল গভীর রাজ্যের এই ব্যাপার। মা, এ কথা শুনাইলে পৃথিবী ত পৃথিবী, নরকও স্বর্গে যায়। হরি নামের আসল গুণ যা ভক্তেরা কিঞ্চিৎ জেনেছে, তা যদি বলা যায় কোন্ হতভাগ্য নরনারী পেটের দায়ে থাকিবে। যেতেই হবে। একটা উৎসবে এক বার মোহর ছড়াতে ইচ্ছা। তা হলে সাধ মেটে। "দেখি রাজা বড়, কি আমি বড়। জোলো ক্ষীর সবাই খাইয়াছে। এক বার ভাল হাঁড়ির ক্ষীর খাও-

স্নাতে ইচ্ছা। জোলো মদ অনেকে খাইয়াছে। এক বার ইচ্ছা নব বিধানের সুরা খাওয়াই তাহলে সব যেখানকার সেখানেই থাকবে। যে আপীসে কাজ করে, তার আর উঠ্‌তে হবে না আর বাড়ী ফিরিতে হবে না। অনেক ভক্তির কথা, মা, বলা গেল তবু এরা মানুষের মত। এক বার হনূমানের মত ভক্ত হয়, তবে দেখি, লঙ্কাপতিকে মারে, রাক্ষস জয় করে, সতীত্ব ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করে। তবে জানিব গূঢ় কথা প্রকাশ হয়েছে। মা, তোমার প্রকৃত ভাগবত এখনও চাপা আছে। আমরা যা বলেছি তা ছাড়া কি আর নাই? বুকের ভিতর কি কথা গুর্ গুর্ করে না? তবে, মা, আর কেন চাপি? সময় এসে থাকেতো, মা, অনুমতি দাও, ঢাক বাজিয়ে বলি। শুনিতেও সুখ, বলিতেও সুখ। রহস্য বড় মজার জিনিষ। দাও, মা, উৎসাহ ভক্তি, ভিতরের গূঢ় কথা বার হোক। জগৎ নির্ব্বোধ বোকা, অবাক্ হয়ে শুন্‌বে। বল্‌বে ওমা এত কথাও ছিল! মা, নববিধান নাম হয়েছে নূতন কথা ত বলা হয় না, তাই নূতন নূতন করে জগৎ চেঁচাচ্চে। বলে ও সুরা খেয়েছি, ও পুকুরে স্নান করেছি। এক বার, মা, নূতন ভাণ্ডার খোল। যে যেখানে আছে অবাক্ হয়ে, সে সেখানে থাকুক। এক বার ঘাড়্-টা খুলে দাও, লোকগুলকে ভড়কে দি। মা, আশীর্ব্বাদ কর আর যেন বৃথা দিন না কাটাই। তোমার গভীর কথা বলি,

দশ জনের কাছে বলি। আর ছোট খাট ভক্তিতে মত্ত থাকিব না। গভীর কথাগুল শুনব শুনাব। আপনারাও ভরে যাব, পরকেও ভরাব, মা এই আশা করিয়া, ভক্তির সহিত সকলে মিলিয়া তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বরেতে আত্মীয়তা।

৩ রা সেপ্টেম্বর, সোমবার।

হে দীনবন্ধু, হে পরিত্রাতা, যত দিন যায় শুনিয়াছি ততই তুমি উজ্জ্বল হও নিকটস্থ হও; মানুষ অস্পষ্ট দূরস্থ হয়। যত বয়স বাড়ে তত নাকি তুমি নিকটস্থ হইয়া সর্ব্বস্ব হও। ক্রমে ক্রমে তবে মানুষদের সঙ্গে ছাড়া ছাড়ী হয়। যোগেশ্বর, যোগগৃহে আর কার সঙ্গে দেখা হবে? যাদের সঙ্গে একত্র হয়ে সাধন ভজন করেছি তাহারা প্রথম অবস্থায় খুব উজ্জ্বল ছিল। যখন সময় আসিল তাহারা মানিল না, চাহিল না। আপনার আপনার বুদ্ধি অনুসারে সাধনের পথ ধরিল, আপন আপন স্থানে স্বতন্ত্র হইয়া বসিল। মানুষ মনে করে, কার্য্যে শরীর থাকিলেই দেখা যায়। কিন্তু তবে মনুষ্যের নৈকট্য অস্বীকার করিতে হইতেছে কেন? চক্ষু খুলিয়া দেখি সকলে গিয়াছে, ভগবান্ কেবল কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এই ছিল এত লোক সকলেই সরে গেল। প্রিয় পরমেশ্বর, এই যে

মানুষ দেখতে পাওয়া যায় না এ এক তোমার অদ্ভুত খেলা। এই যে, লোকে বলে, তোমার সম্মুখে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার রয়েছে, দেখছ না? কৈ? এক এক বার একটু ঝাপ্‌সা দেখি, আবার অন্ধকার। সত্যের পথে পুণ্যের পথে, বন্ধুতার পথে, কেউ নাই। তবে কোথায় আছে? তবুও মানুষ বলে দেখ্‌চিস নি, চোখ খুলে দেখ। আবার চোখ খুলি, মনে করি চোখের দোষ, হাত দিয়া দেখি কোথাও কেহ নাই। এই এক বিষম কথা এল। থেকেও নাই। এই নৌকা কয়খানা এক সঙ্গে যাচ্ছিল, কত আমোদ করিতাম, কোথায় সব রৈল পড়ে? পেছন দিকে দেখি ভোঁ ভাঁ। একখানাও নাই। আমার সঙ্গে সমযোগী, সমভক্ত, সমবিশ্বাসী যদি না থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে তারা কিসে আছে? যে নিকৃষ্টতম বিশ্বাসের যোগ, তাও উড়ে গেছে। দয়াল, কাট্‌ব তবে বন্ধন, নৌকা ছাড়ব? পেছিয়ে না গেলে তো মিলন হয় না। এখানে যে টান, চুপ করে বসে থাকলেও নৌকা এমনি জোরে যাচ্ছে যে বেঁধে রাখবার যো নাই। এখানে যে ভয়ানক জলের বেগ! নিশ্চয়ই তারা ঘুমুচ্ছে। মনে করেছে অনেক দূর নৌকা এনেছি, এই তো ঘাট। ঘুমিয়ে পড়্‌ল? কেউ কেউ ঘাটে বেঁধে রেখেছে, কেউ পেছুয়ে গেছে। এখন দুই তিন মাসের পথ এক দিনে না গেলে তো উপায় নাই। ঠাকুর, জোর কৈ? বিশ্বাসের জোর কৈ? প্রেমের জোর কৈ? তাইতে ভাবচি

তবে ইহ লোকে বুঝি এই পর্য্যন্ত। দেখা শুনার কি উপায় নাই? শরীর তো দেখতে পাচ্চিনে। যোগীরা কি—কে গায়ে হাত বুলুচ্চে দেখ্‌তে পায়? কেবল পশুরা পাচ্চে। তাদের চোখ আছে। আমরা আগে যখন পশু ছিলাম, বুঝিতে পারিতাম। যখন কলিকাতা ছাড়া গেল, তখনি তো ফাঁক। তখন তো কেউ নিলে না, কেউতো কাঁদলে না, কেউ তো বল্লে না যে থাক্‌তে পারি নে। তখনি তো তারা নৌকা তফাৎ করিল। কে আর ইচ্ছা করে ছাড়ে আপনার লোককে। আমি কি করিব? এ ভয়ানক শক্ত স্রোত, পাহাড়ে নদী এখানে কি আটকান যায়? সকলকে কৃপা করে বুঝাইয়া দাও যে যে কাছে সে কাছে নয়। যদি হয় প্রেমেতে আত্মীয় কুটুম্ব, সেই কাছে। শরীরের মিলন কেটে গেল। এখন সূক্ষ্ম চখে সূক্ষ্ম আত্মা দেখি। কে বা আছে, সকলে ছাড়িল। ইচ্ছা করে যে বিদায় দেয়, সে ইচ্ছা করে আস্‌বে কেন? সকল ক্ষতি পূরণ হয় তোমাতে, ভগবান্। কাছে থাকাকে আর কাছে থাকা মনে করব না। প্রেমেতে বিশ্বাসে নববিধানে যে মিলন, সেই মিলন। তোমার চরণে যে দেখা সেই দেখাই আমাদের হয়। সচ্চিদানন্দের যে ভক্ত তাঁদের সঙ্গে এক হয়ে থাকব এই আশা করে সকলে মিলে ভক্তির সহিত তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমিত্ববিনাশ।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।

হে দীন দয়াল, উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর, সংসারীর রাজ্য যেমন এখানে, আমাদের রাজ্য তেমনি যোগ জগতে। তাদের একটা পৃথিবী আর আমাদের আর একটা পৃথিবী। ও পৃথিবীর সঙ্গে, হরি, এ পৃথিবী মেলে না। সংসারে এক জন কর্ত্তা, আমাদের জগতেও এক জন কর্ত্তা। এইতে মেলে। কিন্তু ওখানকার কর্ত্তা আমি, আর এখানকার কর্ত্তা তুমি। যখন তুমি মানুষের হাতে পড়, তখন তোমার প্রভুত্ব থাকে না। সে আপনি টাকা আনে, পরোপকার করে, ধর্ম্ম সাধন করে, আবার মরবার পর কীর্ত্তি রেখে যায়। মানুষের কি ক্ষমতা, আপনি সংসারের কর্ত্তা হয়ে কত বুদ্ধি করে, কৌশল করে। আমাদের যোগধামে একটি কর্ত্তা। ঈশ্বর আর মানুষ নাবেন, মানুষ আর থাকে না। আগে 'আমি আমি' এই বলে মানুষ পশু চেঁচাইত, আর এখন, ভগবান্ 'তুমি তুমি' বলে তোমার জয় ধ্বনি করে। এখানে "আমি" না সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলে কিছু সুখ নাই। ওরা যেমন ঈশ্বরকে মেরে মানুষকে একাধিপতি করে, আমরা তেমনি তোমার প্রসাদে আমিকে মেরে তোমার একাধিপত্য স্থাপন করি। যদিও বড় কাঁটা ও ছোট কাঁটা, তবুও যোগের শুভ দুই প্রহর হইবা মাত্র দুই কাঁটা এক হইয়া যায়। তোমার ইচ্ছা আমার বুকের

ভিতর এসে ধড় ফড় করে। তোমার বলবীর্য্য উদ্যম উৎসাহ আমার ভগ্ন দেহে প্রবেশ করে, নির্জীব জীবকে সতেজ করে। কাজ করিতেছ তুমি, আমি কেবল ধামা ধরা। আমার পাপ কি? আমি বলা। যাই বলি, ঠাকুর, রোগ হয়েছে মনে শান্তি নাই, সুখ নাই এক দিনের জন্যে, ঠাকুর, আরাম হই, অম্‌নি যত যোগী এসে গলা চেপে বলেন, বল্লি কি আত্মহত্যা করিতেছিস? হে হরি, তুমি শক্তি, তুমি বল, তুমি বন্ধু, তুমি রক্ত, তুমি নিঃশ্বাস, তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম। আমি একটুও নই। ও শব্দ যোগীর অভিধানে নাই। এই জন্যে এখন জপ করিতেছি, মা, তুমি ধন্য, তুমি সর্ব্বস্ব, তুমি মূলাধার। পাছে পাপেতে পুড়ে যায়, বাড়ীর দিকে চোখ ফেরা ছিল। বলি, আঁখি-অঞ্জনের দিকে চেয়ে থাক্। সংসারের রাজ্যে তুই পাঁচটা মানুষ খুন করিলে পাপ হয়, আর এখানে একবার আমি বল্লে মহা অন্যায়। আর রসনাটা অনেক দিন না বলে আমি কথাটা যেন ভুলে গিয়েছে। যখন তোমা বই আর জানি না, তোমা বই আর চিনি না, তোমা ছাড়া আর কিছুতে আসক্ত হই নি, যখন তোমা ছাড়া কিছু ভাল বাসি নি, তখন যোগীদের বড় আহ্লাদ হয়। ওঁদের রাজ্যে আর এক জন্তু আদিল, যে হরি বই কিছু জানে না। যার খুব আত্মগ্লানি সেই তো যোগী। আর যে ধার্ম্মিক হয়ে বলে, তুমি আমি, আমি তুমি, সে যে অর্দ্ধেক দিন অর্দ্ধেক

রাত্রি। তার উপরটা দেবতা, নীচেটা পশু। যাহাতে সম্পূর্ণ-রূপে যেখানে থাকি না কেন, যে কাজই করি না কেন, আমি-টাকে পুড়িয়ে দেব, এই কর। এই ক্ষুদ্র আত্মাকে তোমার ভিতর বিলীন করে দাও। তুমি তুমি তুমি তুমি এই সুরে একতারা বাজাইয়া সুখী হইব। এত দিন যে আপনার পূজা করেছি, আর করিব না। আর আপনাকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা কর্‌ব না। এবারে মাকে সিংহাসনে বসিয়ে আমিটাকে বলিদান দিয়ে একেবারে চিরদিনের জন্য তোমার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে তোমার দেবত্বের সঙ্গে আমার মনুষ্যত্বের মিলন করে চির সুখে সুখী হব? এই আশী-র্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরনূতন।

৫ই সেপ্টেম্বর, বুধবার।

হে পিতা, হে সুন্দর দেবতা, তোমার লোকদের পদে পদে বিপদ কিংবা পদে পদে সম্পদ। হয় খুব বিঘ্ন বাধা, নয় খুব সুখ ও শান্তি। বিপদ ভারী, কেন না তোমাকে সুন্দর বলিয়া জানিলেও সুখ নাই। একটি ছেলে পুঁতুল কিনিয়া-ছিল, খুব সুন্দর, তাকে নিয়ে শুইতো, বুকে বাঁধিয়া থাকিত। দিন গেল, রংও গেল, সুবর্ণ পুঁতুল বিবর্ণ হইল। সেই পুঁতুল

মর্দ্দামায় ফেলিয়া দিল, আর তাতে মায়া রহিল না, ভুলিয়া গেল। দয়াময়, বালকের স্বভাব আমাদের ভিতরেও আছে। নূতন জিনিষ লইয়া আমরাও সুখী হইলাম, আদর করিয়া মাথায় রাখিলাম, তোমাকে ও তোমার ধর্ম্মকে তিন দিন পরে ময়লা হাতের ঘর্ষণে মলিন করিলাম। পৃথিবীর ধূলিতে সুন্দর হরি কদাকার হলেন, সুন্দর বিধান কুৎসিত হইল। সুন্দর পেলেও নিস্তার নাই। রাখিবে সুন্দর কি করে। আর ক্রমাগত তুমি বলছ, "হরিভক্ত যে সে নবানুরাগী না হ'লে কি করে থাক্‌বে?" চির নবীন হরি যে কি, সেইটি তোমার ভক্তদের দেখাবার বাকি আছে। নিত্য লাবণ্য কদাকার হতে জানে না। ক্রমে ভিতরে রং ফুট্‌ছে। উপর হইতে পৃথিবী কত ময়লা ফেল্‌বে, কত ধূলা পড়্‌বে, যখন এক বার ভাল বেসেছি তোমাকে নূতন বলে, তখন রোজ রোজ নূতনত্ব তোমা থেকে বাহির করিব। যথার্থ বিশ্বাসীর রত্ন কি কখন ময়লা হয়? নিক্ পৃথিবী যাচিয়ে আমার হরি, যদি এক দিন পুরাণ হয় তবে ফেলে দেব। আমি খেলাম দুইটার সময় দেখি পুষ্ট, সুখী, হরিকেও দেখলাম পুষ্ট সুখী। কিন্তু যখন আমি শুকিয়ে গেছি, তখন দেখি তুমিও মলিন। এরূপ মন গড়া হরি চাই নি। যাও ভক্তচিত্তবিনোদন এমন এক জমকাল রূপ ধরে এস যে দেখে একেবারে ভক্তি উথলিয়া উঠে। হরি, তুমি চলে যাও নূতন পোষাক পরে এস। যাদ্রে আমার কাপড়ের অভাব? মা কেবল ছলিতে

আসেন। পুরাণ ব্রাহ্মদের ঠগাতে আসেন। তাদের সম্মুখে মা এক মাস এক কাপড় পরে এলেন, তবুও তারা ধরিতে পারিল না। আমরা চতুর ভক্ত, আমাদের কাছে তো তা চলিবে না। রোজ রোজ নূতন বেশ। কল্য যা দেখেছি, আজ তা নয়। তোমার চরণকমল, কমলটাও তো পচে যায়। তবে কি তোমার চরণকে পুরাতন হতে দাও? না, রোজ নূতন কমল। দেবতা যার নবীন, তার মনটাও নবীন। অতএব নূতনে নূতনে কর হে যোগ, নিত্য নূতন হরি। নূতন ভাবে পূজা গ্রহণ কর, নূতন ভাবে আমি পূজা করি। আর পুরাণ হব না। পুরাণ পাপের পথে যাব না। রোজ নূতন ভক্তি, নূতন পূজা। পুরাতন জিনিষ পত্র যা আছে সমুদয় পরিবর্ত্তন করে নূতন রাস্তায় যাইব। পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে করিতে নূতন হইব, যোগনয়নে রোজ মার মুখ নূতন, চরণ নূতন দেখে স্বর্গের নূতন পুণ্য নূতন শান্তি চির দিন সম্ভোগ করিব, এই আশা করে তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গের চাবি।

৬ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে স্বর্গরাজ, স্বর্গ পাওয়া এখন

ঘটুক আর নাই ঘটুক, স্বর্গের চাবি হাতে দাও। দীনবন্ধু, জীবের প্রতি যদি তোমার এত দয়া তবে তুমি স্বর্গের চাবিটি ভক্তহস্তে ন্যস্ত কর। চাবি হইলেই তো স্বর্গ। পথ জানা হইলেই তো গম্য স্থানে গমন। সন্ধান বলিয়া দাও, হরি, এ সংসার ভিতরে বৈকুণ্ঠ কোথায়? প্রাণ-স্বরূপ, সন্ধান যে সাধক পেয়েছে, সে সাধু হরিকে পেয়েছে। পৃথিবী ছেড়ে নির্জনে তোমাকে নিয়ে থাক্‌তে হবে তাতো তুমি চাও না। মুটোর ভিতরে স্বর্গধাম। মা, তোমার মুখ খুব পাতলা কাপড়ে ঢাকা, ঐটির নাম অবগুণ্ঠন। সন্ধান জানিলে কিছুতেই মা, আট্‌কায় না। আর যত ক্ষণ সাধক সন্ধান না পায়, হরি পাশে থাকিলেও সে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে হরির ঘর কোথায়? সন্ধান জানে না সুতরাং অন্ধ। সাম্‌নে সিন্ধুক, কোটী টাকার রত্ন তার ভিতর, কাঁদ্‌ছে, বলে রত্ন কোথায়? সন্ধানবিশিষ্ট চতুর ভক্ত সম্পূর্ণ বিপরীত। লোকে বল্‌ছে মার সঙ্গে এর দেখা নাই, এ যোগও করে না। সাধকের হাতে কুবেরের ভাণ্ডারের চাবি রয়েছে, উনি জানিতেছেন, এখনি খুল্‌ব, খাব, বিলাইব। উনি জানেন মা পাশে, ঘোমটা খুল্‌ব আর মার মুখ দেখ্‌ব। কেবলই যে টাকার বাক্‌স খুলিয়া নাড়া চাড়া করিতে হইবে তাহা তো নয়, সন্ধান জানিলেই হইল। যখন দরকার তখনই খুলিতে হইবে। ভাবুকেরা বুঝ্‌তে পারে কেন প্রার্থনা সিদ্ধ হয় না। ও যে ভুল ডাক

ঘরে যায়, ওরা তো সন্ধান জানে না। গরিব ছেলে মা বাপকে ব্যারিংএ যে চিঠি দেয়, ঠিকানা ঠিক হইলেই হইল। জগদীশ, চতুর ভক্ত ঠিকানাটিতে ঠিক্ লেখেন। ছেঁড়া কাগজে কালি নাই, কেবল " প্রাণেশ বৈকুণ্ঠধাম " লিখিয়াই চিঠি পাঠাইতেছেন। কোন্ দিকে চিঠি পাঠাচ্চি, কোন্ ডাকঘরে দিচ্চি ? এত টাকা দিয়ে পাঠাচ্চি, একখানাও মার কাছে পৌছিল না ? এই ডালিয়া ফুলের এই পাপ্ড়িটী খুলিলেই দেখি মার চরণ। মা, সন্ধান জানা চাই। হাজার লোকে বলুক ঐ ছোঁড়া সাধনও করে না, পয়সা দিয়া একখানা চিঠিও পাঠায় না। আমি, মা, হাসিতেছি। ধন্য পিটর, যার হাতে স্বর্গের চাবি। অতএব আমাদের সমুদয় প্রার্থনার শেষ ফল এই হয় যে স্বর্গের চাবির অধিকারী যেন হই। তোমার চরণতলে পড়ে স্বর্গের চাবিটি হস্তে করে তোমার পবিত্র দর্শনের যে সঙ্কেত, জানিয়া গবি্ হইয়া বসিয়া থাকি। আর কাণার মত এ দিক্ ও দিক্ ঘুরিব না। এবার চাবিটি তোমার কাছ্ থেকে আদায় করে সমুদয় স্বর্গকে দখল করে নিশ্চিন্ত ও শুদ্ধ হব, এই আশা করে তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

সংসারে যোগ।

৭ ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

হে প্রেমস্বরূপ, আমরা তো মরিব না, আমরা বাঁচিব। আমরা ঘর ছাড়িয়া শ্মশানে যাব না, আমাদের এই আশা, ঠাকুর। যাব কোথা? ধ্বংস হব কেন? ঘর পাব, সংসার পাব, সুখী হব। প্রেমস্বরূপ হরি, তুমি আমাদিগকে কেবল এক বার নবজীবন দিয়ে জীবিত করে নেবে। ভাঙ্গা বাড়ী ফেলে নূতন বাড়ী দেবে। শুক্‌ন ফুল ফেলে দিয়ে নূতন ফুলের মালা গলায় দিবে, নিরীশ্বর বস্তু সকল যে সংসারে সমুদয় টেনে ফেলে দেবে। হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, তখন আর সংসার ছুঁতে হবে না, যে বস্তু ছোঁব সে তোমার। এ বিধানে একটি খড়্‌কে ব্রহ্মময়। যত সামগ্রী দেবস্পর্শে শুদ্ধ। হে দয়াল হরি, তুমি নিজে যে সংসার গুচিয়ে দাও তাহাতে আমাদিগকে রাখিতে চাও। আর এ জঞ্জালময় সংসারে রাখিতে তুমি ইচ্ছা কর না। একটি সোণার বাড়ী করে দেবে। তোমার স্পর্শে সমুদয় হবে শুদ্ধ। কি যে সে জীবন তা পৃথিবী এখন দেখে নাই। যেখানে হাঁড়ীর ভিতর ব্রহ্ম, যেখানে তেল ঘি পর্য্যন্ত ব্রহ্মময়, সে সংসার কেহ দেখে নাই। আমরা ভাত, ডাল হইতে তোমাকে তাড়াইয়া দিয়াছি। বৈকুণ্ঠের সংসার একটি এইরূপ আছে। নূতন বস্তুতে পরিশোভিত সেই সংসারটি

যত্ন করে রেখেছ, নানা রকম ধন ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ, নব বিধানের লোক গুল আস্‌বে তাদের জন্য প্রস্তুত করেছ। প্রাতঃ-কাল থেকে খাচ্চি, রাত্রিতে শোবার সময় পর্য্যন্ত যাহা কিছু ধচ্চি ছুঁচ্চি সব ব্রহ্মময়। হে প্রাণেশ্বর, এ বৈকুণ্ঠ অনেক দূর। পাহাড়ের জঙ্গলের যে বৈকুণ্ঠ সে তো কাছে পেলাম বলে। সে বৈকুণ্ঠ অনেক দূরে, যেটা ছুঁতে যাচ্চি, যেন ধাক্কা খাচ্চি। যে ঘরে ঢুকৃচি ধক্‌ ধক্‌ করছে আলোতে। ঝাঁট দিতে যাব, হরি অমনি ডান হাতটি ধরে আমার হাতের মধ্যে দিয়ে তাঁর হাতটা চালিয়া দিচ্চেন। যখন এই রকমে সংসার হরিময় হয়ে যাবে, তখন আমাদের জন্য কিরূপ বৈকুণ্ঠ সাজিয়ে রেখেছ জান্‌তে পারব। যখন আলো করে সংসারে দাঁড়াবে তখন তোমাকে ভক্তির সহিত নমস্কার করিব। সে ভক্তি এখন বুঝিতে পারিতেছি না। ভাল দিন এলে সেই সুখের সংসারে বসে কেবল হরিরূপ দেখব। যেন সংসারেও থাকি না, আর সংসার ছেড়ে বনেও যাই না। অথচ তোমার সংসারে থেকে পূর্ণ যোগানন্দে মগ্ন হয়ে সংসারের প্রত্যেক জিনিষে তোমাকে দেখি, কেবল চারিদিকে ছোট ছোট হরি খণ্ড দেখে শুদ্ধ এবং সুখী হই, এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পালোয়ানী।

৮ই সেপ্টেম্বর, শনিবার।

হে আদরের বস্তু, হে মনের প্রিয়, যখন আমরা ভক্তদল হইয়াছি তখন ভক্তদলের লক্ষণ দেখান চাই। চাই বৈ কি, ঠাকুর, সকলেই বলেন, কৈ চান না তো? তাঁরা বলেন একত্র পূজা করি; মাঝে মাঝে সৎপ্রসঙ্গ করি, আর সকলে মিলে তাঁর গুণকীর্ত্তন করি। তা ঠিক। উপাসনা একত্রে হয়, তোমার কথাও হয়। কিন্তু আদরের হরির কি সাধ মিটিল? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এমনি করে তোমাকে আদর করিলে তুমি আদৃত মনে কর কি না? তুমি যখন মাথা নেড়ে বলিবে, তখনি বিশ্বাস করিয়া বলিব, নাথ, কিসে তোমার আহ্লাদ হয়? যখন ভক্তগণ দৌড়া দৌড়ী করেন, বলেন কে মাকে অধিক ভাল বাসে, কে মাকে ভাল জিনিষ আগে এনে দিতে পারে? যখন ভক্তদের মধ্যে এইরূপ কথা হয়, "প্রেমের কুস্তিতে তুই জোয়ান কি আমি জোয়ান আয় দেখি।" মা, যখন তোমার ছেলে গুল এই রূপে হুড়া হুড়ী করে, তখন তুমি স্বর্গলক্ষ্মী স্বর্গ থেকে বল যে, এত দিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। তুমি চাও অষ্ট প্রহর এই ছোঁড়া গুলো এইরূপে আমাদের মাকে খুসী করে। ও ছোঁড়াটা একবার মার ঘোমটা খুলে হেসে কুটী কুটী, আর একটা ১৫ বার দেখেও তার পর হাসে।

তুমি এইরূপ আমোদে বড় সুখী হও। ভাবুকের ভাব আর কত বলব। যাতে তোমার সাধ মেটে তাই করিতে দাও। যখন পাঁচ জনে বসিবে, তখন যেন মাকে নিয়ে পূজা করে। কে কাকে জিঁতিতে পারে, প্রেমে ভক্তিতে কে কাকে জেঁতে, এই সকল বিষয়ে পরখ্ করিব। মাতে মত্ত হয়ে যাবো এইরূপ আসল খেলা হোক্। তোমার পালোয়ানদের মধ্যে সেই শেরা পালোয়ান্ যে ক্ষমা করে. যে মাতে একেবারে ডুবে রয়েছে। সেই সকল পালোয়ানদের বাহির কর। রোজ রোজ ধূল মেখে মাটি মেখে তোয়ের হোক। কুস্তি দেখে লোক একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। হে নাথ, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর অন্য বিষয় বড় হব এ কামনা ত্যাগ করে মার প্রেমে বড় হব, মাকে নিয়ে বড় হব, এই কর। বৃথা অহঙ্কার দূর করিয়া ফেলে দিব, মার কথায় নত হব, মার ভাত খেয়ে বড় হব, এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্য একত্ব।

১০ ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।

হে প্রেমময়, হে পুণ্যময়, জীব যখন তোমার নিকট ভিক্ষা চায় সে যেন অসার বস্তু না চায়। তোমার সঙ্গে

যদি কেবল ভালবাসার মিল হয় আমি তাহাকে যথেষ্ট মনে করি না। হে দীনবন্ধু, যদি বিশ্বাস করে তোমারি হলাম্, কিন্তু তবু তোমাকে অন্তরে তো পাওয়া হল না। ভক্ত হই, প্রেমিক হই, মত্ত হই, যদি পুণ্যবান্ না হই তবে তোমার সঙ্গে প্রকৃত যোগ হল না। যে তোমার মর্ত সে আসল তোমার, আর তুমি তার। তেলেতে তেল জলেতে জল যেমন মেলে, তেলেতে জলেতে কখন তেমন হয় না। হাজার নিষ্ঠাই থাকুক আর ভক্তিই থাকুক, তোমার সঙ্গে তোমার পুণ্য স্বভাবের সঙ্গে মিশিয়া না গেলে যোগ হয় না। আমার কথা মিষ্ট, স্তব সুমধুর, আমার হাত গুলো মার কাজ করে, কিন্তু তবু দেখ শ্রীহরি, দুজনে ফাক ফাক। তোমার ক্ষমাতে আমার ক্ষমা, তোমার পুণ্যে আমার পুণ্য হলে যেমন ভিতরে ভিতরে মিশ খেয়ে যায় এমন আর কিছুতে হবে না। জীব যখন তোমার কাছে প্রার্থনা করে, বলে যে তোমার পুণ্য দাও তোমার প্রেম দাও। আমি মার, মা আমার, এর প্রমাণ কই? তোমার স্বভাবটা আমাদের দাও। তোমাব যে উজ্জ্বল তেজ ঐ তেজ আমাদের হউক। খুব কাল হয়ে ঢুকেছি তোমার মন্দিরে, ক্রমে ক্রমে সুন্দর হলাম্, প্রকৃতি বদলাইল। দেবি, পুণ্যদানে ভক্তদলকে তোমার করে লও। পুণ্য ভিন্ন অন্য বিষয়ে যে তোমার সহিত মিলন, সে এই আছে এই নেই। আমি আসল জিনিষটি তোমার পা ধরে চাব। তোমার

মুখের তেজ আমাদের গায়ে লেগে লেগে চকচকে করে দিক্। তোমার সহিত পুণ্যে এক হয়ে যথার্থ একত্ব তোমার সহিত স্থাপন করিব। হে হরি, অসার জিনিষ ছেড়ে দিয়ে পুণ্য ধনে ধনী হব, তোমার পুণ্য স্বভাব প্রাপ্ত হযে যথার্থ তোমার সহিত মিলিত হব, এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হৃদয়কুটীর।

১১ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।

হে দয়ার সাগর, হে আহ্লাদের সাগর আমাদের বাহিরের ঘরে অনেক গোল, নানা উত্তেজনা, শোক দুঃখ প্রবল হয়। আমাদের ভিতরের ঘরে সে গোল তো নাই, সে নিকেতনটি অতি প্রশান্ত, সুখের ঘর। যে এই দুইটি ঘরের মর্ম্ম বুঝিল সেই পথ ধরিল। পিতা, যে ভিতরের ঘরের সন্ধান পাইল না তার কপালে সুখ কই? যেখানে বাজার বসিয়াছে সেখানে কি শান্তি পাওয়া যায়? অথচ জননী সেই ঘরে আদখানা বাহিরের জীবন রাখিতে হইবে। হাত পা গুলো বাহিরে থাকিবে আর প্রাণটা ভিতরে থেকে তোমার সঙ্গে আলাপ করিবে। হে দয়ালু পরমেশ্বর, সেই আরামের ঘরটি, আদর করিয়া 'দিল্ আরাম' যার নাম রাখিয়াছ, সেখানে আমাদের যদি থাকিতে দাও, তাহা হইলে বাহিরের উত্তাপ সহ্য করিতে পারি। রোগ

শোকের জন্য বাহিরের অর্দ্ধ ভাগ রাখিয়া দিই আর গভীর অর্দ্ধ লইয়া তোমার প্রেম নন্দসাগরে ডুবে থাকি। ঐ ভিতর ঘরের রহস্য বুঝিলে বাহিরের রোগ শোক মানুষ সহ্য করিতে পারে। বাহিরে কত পরীক্ষা, কত বিপদ, কত লোকের সঙ্গে দেখা শুনা, রাস্তা ঘাট, গাড়িতে মানুষে পরিপূর্ণ, বাজারে গোলমাল, কখন সম্পদ কখন বিপদ। আর যদি ফুক্ করে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম, একেবারে চুপ চাপ নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিকে একটি শব্দও নাই, একটি চিঠিও আসিতে পারে না। কেবল দেবি সঙ্গে দেবীদাস বসে যোগের মজা করিতেছে। নিস্তব্ধ অবরুদ্ধ বাক্যে যার সাধন তারই মজা। হে ঈশ্বর, কোথায় বা স্বর্গ কোথায় বা নরক। হরি হে, প্রাণের ভিতরে সকলই আছে। ঐ যে দরজা বন্ধ ঘরটি উহার ভিতর স্বর্গ। এই নীচের নরক ছেড়ে সিঁড়ী দিয়ে ঐ উচ্চ স্থানে গিয়ে স্বর্গধামে পৌঁছিতে হয়। সংসারের কোলাহলপূর্ণ বাজারে না ঘুরে ঘুরে গভীর হৃদয় কুটীরে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া জীবনকে শান্তি সলিলে মগ্ন করে দিই। হৃদয়কুটীর মধ্যে আর গোল দেখিব না, কোলাহল সহ্য করিব না, কেবল সেই শান্তি ঘরে শান্তিময়ী জননীকে সঙ্গে করিয়া চির শান্তি সম্ভোগ করিব, এই আশা করিয়া, হে দয়াময়ি, তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

অচ্ছেদ্য যোগ।

১২ই সেপ্টেম্বর, বুধবার।

হে দীননাথ, হে অনন্তদেব, তুমি যে শুনিয়াছি স্থায়ী, আর সকলই অস্থায়ী। লোকে বিপরীত বুঝিল, কাঁদিল। সংসার রবে না, ধন রবে না, আর কোন পৃথিবীর মায়া থাকবে না, এই বলে সংসার কাঁদিল। আমরা বলি অসার রবে না মানে, সয়তান থাকবে না, পাপ থাকবে না, থাকবে কেবল তুমি। তুমি স্থায়ী ওরা অস্থায়ী। ওদের সঙ্গে অসার আমোদের সম্বন্ধ। তোমার সঙ্গে অনন্ত কালের সম্বন্ধ। পৃথিবীর লোকে বলে ধুলে পাপ যায় না, কিন্তু ধুলে হরি যায়। হরি কি একটা দাগ? এ অপমান শুনে দুঃখ হল। আর পাপ কি একটা মনের ভিতরে কাঁটা সেঁদিয়েছে যে হাজার ধোও যাবে না? প্রেমস্বরূপ, তোমার নামে এ অপবাদ ভক্তজনে কি করে সহ্য করিবে? আমি যদি তোমার যথার্থ ভক্ত হই তাহলে বাম হাতে পাপ মেখে জল ঢেলে দেখাতে হবে পৃথিবীকে ডেকে, যে এই দেখ জল দিলাম মুছে গেল। ডান হাতে হরিকে মাখিয়ে সমস্ত সমুদ্রকে এনে ধোব, বলব দেখ, পৃথিবী, হরি আমার তো গেল না। হরিপ্রেম আমায় কামড়ায়, হাড়ের ভিতরে প্রবেশ করে, বাহিরে ধুলে কিছু হবে না। এই দেখ সয়তান ঘরে ঢুকিল, এক ফু দিলাম

কোথায় গেল। দয়াসিন্ধু, এই হল শাস্ত্রের সার। আর এটি পাপী জগতের পক্ষে নববিধানের সত্য। সমুদ্র চেষ্টা করেছে সমস্ত জল দিয়ে হরিকে ধুয়ে ফেল্‌তে, কিন্তু কিছুতে পারিল না। আমার হরিকে কেহ আর তাড়াইতে পার্‌বে না। আমার শরীরটি লবণরাশি। হরিরস একটু ঢুকে সমস্তটাকে সিক্ত করেছে। এক তাল চিনিতে একটু জল ঢেলেছি, আস্তে আস্তে দেখছি শিরে গেল, স্নায়ুতে গেল, মাংসে গেল, হাড়ে গিয়া ঢুকিল। কে একে তাড়াবে? লাগিয়েছ যখন, তখন মজেছ, রসেছ, ভিজেছ। এক বার রসেছ, আর শুকাইবে না। সমস্ত ধুয়ে যাবে, কিন্তু হরির সঙ্গে যে বাঁধন বেঁধেছি তা আর কখন যাবে না। হরি আমায় ছাড়ে না। এখন গাঁট বেঁধে যায়, কাটলেও কাটে না। হরি, তুমি অনন্ত কাল স্থায়ী। আর অন্য সমস্ত অসার, এইটি দেখাও জীবনে। অনিত্য অসার পাপ যত সকলই চলিয়া যাবেই যাবে বিশ্বাস করে, হরি বান্ধব যে আমার চির বান্ধব এই জেনে, চির কালের মত নিত্য যোগানন্দে মগ্ন হয়ে থাকিব, দয়াময় অনুগ্রহ করে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার হাসি দর্শন।

১৩ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।

হে দয়াসিন্ধু, ইহকাল পরকালের প্রচুর ধনসম্পত্তি, মানুষ যখন নাবে তখন তুমি উঠ। যখন মানুষ কাঁদে, তখন তুমি হাস। যখন মানুষ দুঃখী হয় তখন তুমি ঐশ্বর্য্য দেখাও। যখন মানুষ নিঃস্ব তখন তুমি সর্ব্বস্ব। ও না দমে গেলে তুমি জোর করছ না। এখন এক জন অভক্ত, ভাবুক নয়, জিজ্ঞাসা করিল ভগবানের এ কি রীতি? আমাদের সঙ্গে এত চটাচটি? ভাবুক বলেন, তুমি যখন সুস্থ তখন আর ভগবান্ কেন সুস্থতা দেখাবেন। তোমার কেঁদে কেঁদে অষ্ট প্রহর গেল, তখন হেসে হেসে মা লক্ষ্মী নেবে এলেন। নববিধান বুঝাইয়া দিলেন মানুষ তুমি নিরাশ হইও না। দুঃখের সময় মানুষ ভাবে, ভগবান্ কত দুঃখী। আপনি রাগে, তোমাকে রাগী ভাবে। ভাবুক জনের ঠিক উল্টা। যে দিন যেটা অভাব হয়েছে সে দিন তুমি সেটা দেবে, এই হচ্ছে পরিত্রাণের কথা। আমি যখন খুব দমে যাব, তুমি বুকের উপর দাঁড়িয়ে এমনি নাচবে যে খুব চাঙ্গা করে দেবে। তুমি যদি আমাদের দুঃখের দিন দুঃখী হও, তাহলেই আমাদের মহা মস্কিল। চতুর হরি, ঢের বুঝে তুমি কাজ কর। ছেলেকে দুঃখের সময় সাম্‌লাবে কে? হাসি মুখ দেখিয়ে সুখী কর্‌বে কে ছেলেকে? আমি কাঁদি তাতে ক্ষতি নাই,

কিন্তু দেখো তোমার মুখচন্দ্রে কোটি চন্দ্র হারে দেখে যেন সকল দুঃখ ভুলে যাই। হাসি মুখখানি যেন কখন মলিন না হয়। মার সহাস্য বদন বিষণ্ণ জনের আরাম। তুমি হাসিলে আমরা হাসি, বাড়ী হাসে, ঘর হাসে, দেশ হাসে, সকলেই হাসে। যে দিন রাত্রি তোমার মুখের হাসি দেখে তার বুঝি রোগ হয়, দুঃখ হয়, কোন ভাবনা বুঝি তার থাকে? আশার্ব্বাদ কর যেন সকল সময়ে তোমার হাসি মুখখানি দেখে সকল দুঃখ বিপদকে ভুলে থাকিতে পারি। কমলে হাস্য-বদন দেখি, তোমার মুখে চব্বিশ ঘণ্টা হাসি দেখে দুঃখে হেসে ফেল্‌ব এই আশা করে, জননী, তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত আমরা সকলে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অকাট্য যোগ।

১৪ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

দয়াময় যোগেশ্বর, তোমার কাছে কোন প্রকার ফাঁকি চলে না। ঐ যে তোমার স্নেহস্বরূপ একটি স্বরূপ আছে, মানুষ উহাকে হজ্‌মিগুলি মনে করে। হাজার পাপ করুক আর দুষ্কর্ম্মই করুক, ভাবে তোমার স্নেহ তাহাকে ক্ষমা করিবে। কিন্তু মানুষ ভাবে না যে হরির খুব সূক্ষ্ম বিচার, একটু অন্যায় সহ্য করিতে পারেন না। এ

সংসারের গোলমালে গোঁজা মিলন দিয়ে স্বর্গে চলে যাব এই সকলের চেষ্টা, ইহাতে, ঠাকুর, বড় বিষফল ফলেছে। তোমার ইন্দ্রিয়াতীত যোগরাজ্যে না গেলে কিছু হবে না। যোগের নিয়ম যে চক্ষু কর্ণকে নীচে রেখে একেবারে উপরে উঠিতে হইবে। মা হয়ে স্তনের দুগ্ধ দাও তা খাব, আর গুরু হয়ে শক্ত উপদেশ দিবে তাহা নেব না? পৃথিবীর উপরে দশ হাত উঠে আকাশে বাড়ী করে উপাসনা প্রার্থনা করিব। মেছুহাটার সম্মুখে বসে যে উপাসনা করিব তাহা হয় না। চিন্ময় হরি, আমি এই মূর্ত্তির দেশে তোমায় কেমন করে দেখিব? এই শব্দের দেশে তোমার চিন্ময় বাক্য কি করে শুনিব? প্রাণেশ, নিভৃত নির্জ্জন স্থানে কাতর প্রাণে একখানি আসন দাও, তা হলে চিৎ দিয়ে চিৎ টানিব। চিতের বর্শি দিয়ে চিতের মাছ ধরিব। ভক্তিমাখান আনন্দের চরণখানার উপর ফেলিব। এখানে গোঁজা মিলন চলিবে না। যদি বাজাতে বাজাতে তার কেটে যায় একেবারে বেলয় অরসিক বলে বিবেক তারে খুব ধম্‌কায়। এ দেশের লোকেদের আর গুণের কথা কি বলিব। যাঁরা বন্ধু বলেন, যাঁরা যোগসাধন করেন বলেন, তাঁরাই ত তার কাটেন। খুব যোগে বসেছি, দিলে তার ছিঁড়ে। হরি, তোমার ঘরে লোহার দরজা বন্ধ করে হরিরস পান করিব। মূর্ত্তি নাই যার, মাটি ধরে পাব কি করে? আমার প্রাণ প্রাণকে পাবে, আমার জ্ঞান জ্ঞানকে পাবে,

আর আমার প্রেম প্রেমকে পাবে। আর যেন এই ছোট খাট পাঁচ মিশলে সংসারে থেকে না ঠকি; কিন্তু একেবারে চিদানন্দ ধামে গিয়ে অকাট্য যোগানন্দে মগ্ন হয়ে তোমার শ্রীচরণতলে চির দিনের জন্য বদ্ধ হয়ে থাকি, হে দয়াময়ী, অনুগ্রহ করে তুমি আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সিদ্ধি।

১৫ই সেপ্টেম্বর, শনিবার।

দয়াল শ্রীহরিধন সমক্ষে কথা কই। যাঁহাকে ভালবাসি, যাঁহাকে প্রাণ দিলাম তাঁর সঙ্গে কথা কই। হরি, সিদ্ধির আর কত দূর? চিরকাল কি মানুষ সাধন করিবে? এ জন্ম কি সাধনেই শেষ হইবে? সিদ্ধি কি পরলোকে? এখানে সিদ্ধপুরুষ কি হওয়া যায় না? পথ যা ধরাইয়াছ সে যে সৌভাগ্যের পথ। এ পথে যে মার অনেক প্রেমলীলা দেখিলাম। এ যে বড় সুখের পথ। কত ফুল ফল, কত নূতন মানুষ, এ পথ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। কেন ঢাকা ছিল নববিধানের রাস্তা? এ আনন্দের যোগের পথ কেন এত দিন খোলে নাই? মন, বল তোমার হরিকে যে আহা কি পথে এনেছ, ঠাকুর। কেবল শান্তি। স্বর্গ মর্ত্তের

আর প্রভেদ রহিল না। ঈশ্বর, মনে হয় যে এই সিদ্ধির পথ। হে মাত, করযোড়ে এই নিবেদন করি যে সিদ্ধ-পুরুষ কর। যোগে সিদ্ধ, ভক্তিতে, পুণ্যেতে, বৈরাগ্যে সিদ্ধ, মত্ততায় সিদ্ধ, অচল অটল পাহাড়ের মত আর নড়িব না। কাঁচা থাকিলে সুখ নাই। আজ উপাসনা হল, কাল যদি এত ভাল না হয়, বন্ধুবা সর্ব্বদা এই কথা বলেন। কাল্‌কে তো পাপ করি নাই, আজ আবার পাপ করিতেছি। সিদ্ধপুরুষ করে দাও। মা আমার, আমি মায়ের, এমন অবস্থায় হৃদয়কে রাখ। যে পথে এয়েছি থামব না। হাস্‌তে হাস্‌তে কেবলই দৌড়চ্চি, বৈকুণ্ঠ দেখ্‌চি। ঐ যে আমার মার বাড়ী। এই যে ভক্তেরা সব খেলা কর্‌-ছেন। মজায় আছেন মজার লোক। অসিদ্ধ একটাও নাই। যে পথে এনেছ এই সিদ্ধির পথ। মা, যেন ফিরি না অসিদ্ধ হয়ে। সিদ্ধ হবই হব। বন্ধুদের বল, সাধনই কর আর যাই কর সিদ্ধ না হলে আর কিছু হবে না। মা, বুঝিয়ে দাও যে ওতে শান্তি নাই, সিদ্ধি নাই। উপাসনাকে বন্দী করে রাখ্‌ব। উপাসনা বল্‌ যে, এক দিনও আমা'কে ছাই উপাসনা দিবি না, এক দিনও আমায় ছাড়্‌বি না বল। সঙ্গীত ব্রহ্ম-সাধনও বল্‌, এক দিনও আমায় ছাড়্‌বি না। মা, এ কয়টাকে আমি একেবারে বন্দী করে নেব। ধ্রুব, প্রেমচাঁদ, ছেলে বেলাই কেমন সিদ্ধ হলেন। বুড়রা ছেলে ধ্রুবচাঁদের

কাছে লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন। মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি সিদ্ধ হই। আমি আর কাঁদব না। নির্ভয় হব, যম এলে তার দাড়ী ধরে নাড়্ব, বল্ব খাসের প্রজাকে ধরো না, তাকে ভয় দেখাব। একটা দল সিদ্ধ গোঁসাই, হরি প্রেমে মত্ত, আহা কি সুন্দর দৃশ্য! এমন একটা দল যদি পাই খুব মাথায় করে নিয়ে নাঁচি। এই সাধ, মা, এই সাধটা খালি বাকি রয়েছে। সিদ্ধ হব আর বান্ ডাক্‌বে, আর চারি দিকে প্রেমের জলে ডুবিয়ে দেব। তারা বল্‌বে আমরা দুঃখী হব, আমি বলব আমি থাক্‌তে তা হবে না। সকল ঘরে প্রেমের বান্ সিদ্ধির বান্ ডাক্‌বে। আর সাধনেব চঞ্চল অবস্থায় না থেকে সিদ্ধেশ্বরী ২ এই নাম জপ করিতে২ শমনকে ফাঁকি দেব, মৃত্যুর দরজায় চাবি দেব; কেবল হরি প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে চির সিদ্ধি লাভ করিব. মা দয়াময়ী, দয়া করে মাথায় হাত রেখে আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পাখী প্রত্যর্পণ।

১৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার।

হে ভক্তের হরি, বড় লোক হইলে পাখী পোষা রোগ হয়। ঈশ্বর. তোমার মত বড লোক আর কে? সৌখীন

আর কে? রসিকতা তোমার ঘরে যেমন, সৌখীনের বাটী তোমার বাটী যেমন, এমন আর কোথাও নাই। তুমি ত পাখীর ব্যবসা কর না, কিনিয়া বেচ না। কিন্তু কিনিয়া পোষা তোমার আমোদ। দেখিলাম পাখী উড়াইয়া লইয়া যাও গৃহস্থের বাটী হইতে, আর ফিরিয়া দাও না। ঠাকুর, আমার পাখী ফিরিয়ে দাও। অন্যায় হবে। তোমার চুরির দাবি দেব। রেখ না। তোমার কাণ নাই নিরাকার কি না? শুনিতে পাও না। ভাল কথা জ্ঞানের কাণে কিন্তু শুনিতে পাও। চর্ম্মকাণ নাই মন্দ কথা শুনিতে পাও না। আমি কাঁদি, বলি আমার পাখী কে নিলে ফিরিয়ে দাও, ছেড়ে দাও, কেউ শুনে না। মনে করি জোরে হল না, ভুলিয়ে দেখি। ছোলা নিলাম, দুদ কলা নিলাম, সকল নিলাম স্বর্গের দরজার কাছে গিয়ে বলি আয় পাখী আয়, কোথা গেলি আমার হৃদয়ের ধন, আয় দুদ কলা খা। আয়রে পাখী পালিয়ে আয়, খাবার লোভে দৌড়ে আয়। কোথায় হাজার পাখীর মাঝে আমার পাখী মিলিয়াছে, জবাব পেলাম না। দিন গেল, বর্ষ গেল, মাস গেল, পাখী এল না। হরি চোর,—পিঞ্জরের পাখী চুরি কর? মানুষ বেঁচে থাকিতে পাখী উড়াও? তোমার ভাল দেখায় না। তোমার ভাবনা কি। তোমার ঘরে কত পাখী। তোমার হাত ঝাড়িলে যথেষ্ট, তোমার ভাণ্ডার [illegible] তুমি আবার শিকারীর মত পাখী ধরিয়া বেড়াবে। লোকের

বাড়ীতে গিয়ে ভাল দেখে, ভুলিয়ে নেবে! স্বভাব। লোকে বলে পাপী কোন মতে পাপ ছাড়ে না। ভগবানের স্বভাব ভাল, তিনিও ছাড়েন না। ধুলেও যায় না, মুছ-লেও যায় না। আমার পাখীটের উপর আমার বিশ্বাস ছিল। আমার কথা শুনত, আমার তোতা অনেক বুলি বল্‌ত। আমার শালিক আমার শেখান কথা শুন্‌ত। যোগ শিখে অবধি খারাপ হয়ে গেল, আর আমার কথা শুনে না। আমি বলি বল সংসার, সে বলে হরি। আমি বলি বল আমি তোর মনিব, সে বলে আমার মনিব চিন্তা-মণি। আ-মর পাখী, তুই কি আর সে খাবার পাবি? স্বর্গে কি ছোলা আছে? কে আদর করিবে? পাবি না, মনেও করিস না। দেবী, আমি বলচি, পাখী শুনে না। গা ঝাড়ছে, গ্রাহ্যও করে না। সেখানে গিয়ে অবধি কিন্তু ওর লাবণ্য বেড়েছে। বুঝেছি জায়গায় গিয়াছে। আমার ত নয়, পরের পাখী পুষেছিলাম। পরমাত্মা আর জীবাত্মা। এবার বুঝেছি। যার ধন তার কাছে। স্বর্গের গাছে, পরমাত্মা বড় পাখীর কাছে জীবাত্মা ছোট পাখী। তুমি ঠোঁটে করে ওকে খাওয়াচ্ছ। ও আর আমার কথা শুনে না। বুঝেছি যত দিন পৃথিবীর কাদা পাখী খায়, তত দিন সে কথায় ভুলে। এক বার স্বর্গের ফল খেলে আর কি সে ছোঁয়? চিদাকাশে যে উড়েছে সে কি আর নামে? কি খাওয়াও? যোগ ফল। ওতে নাকি

নেশা হয়? পাখী প্রমত্ত হয়ে গেছে। হরি, যোগ ফল কি? কি খাওয়ালে? এত দিন ত এমন হয় নাই। আগে যেত, গান টান গেয়ে বেড়িয়ে চেরিয়ে আবার সাবেক্ ছোলা কলার লোভে আস্ত। পাখীটে দুই দিকই রাখত, উত্তরে দক্ষিণে দুই দিকে উড়ত। ঊর্দ্ধগতি ছিল, অধোগতিও ছিল। এখন আর এক রকম হয়ে গেল। ব্রহ্মের মুখ দেখে কেমন হয়ে গেল। আমি মারিনি, ঠাকুর, তবু মরেছি। আমার মন যদি স্বর্গে রইল, তবে আর বাকি কি, ঠাকুর। যদি ধরেছ তবে আর ছেড় না। আর প্রায় আমার কথাতেই কি ছাড়বে? তুমি লোভী। কিন্তু এমন রোগা পাখীটেকে হাতে করে বেড়াও কেন? যোগী পাখী ভক্ত পাখী কত পাখী আছে। ওটা নিয়েছ কেন? ঠাকুর, কত পাখী ধরেছ। তোমার বয়স ত অনেক হয়েছে। কত প্রাণপাখী উড়ায়েছ। প্রাণ পাখী যাক। খাঁচায় খাঁচায় ত মিলবে না, পাখীতে২ মিলেছে। গান শুনছি আমোদে বলছি কি মজা হল। আগে কি ভয়ানক অবস্থায় ছিলাম। সংসারের পচা খানার ধারে দুর্গন্ধে মরতাম। এখন কেমন মজা। মা, বেশ করেছ। তবে আর ছেড় না। মা, তোমার হাতে পাখী থাকে ভাল। ঐ হাতে পাখী যে দিন বসাও, সে দিন পাখীর দফা শেষ। আমি পাখী, যোগ ত ফুরিয়েছে, এ বার আর না, পাখী বলে আর না, আমি ত তোর নই। আমি মার, মা আমার। আচ্ছা পাখী থাক। তুই

থাকলে আমার থাকা। যোগফল খাও, মার কাছে গান শেখ, আর চাই না। তবে দেখতে চাই এমন করে কটা পাখী উড়ে। দেহ খাঁচাকে ফাঁকি দিয়ে প্রাণপাখী ফুড়ৎ করে উড়ল, আর মার মুখে হাসি এসেছে; আর পাখীরা আমোদে মজে গেছে। হলো ভাল, এখানে থেকে কষ্ট পেত, এ ত বেশ হল, বেশ মার কাছে থাকবে, মার হাতে খাবে। এখানে পচা পোকা খাওয়াতাম, কি করে দেব? সোণার পাখীকে বিষ খাইয়েছি। মা গো, আর নির্যাতন করব না। তোমার পাখীকে আস্তে আস্তে তোমার হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হই। মা, তুমি তোমার পাখীকে হাতে বসাতে ভাল বাস। তোমার কোমল হাতে পাখীকে বসিয়ে দিব, মা, তোমার ধন তোমাকে দিয়ে চিরসুখী হইব, এই আশা করে সকলে মিলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার২ প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জড়ে হরি দর্শন।

১৭ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।

হে দয়াময়, হে চৈতন্যময়, জড়েতেই মাতিলাম, জড়েতেই মজিলাম। জড়াতীত হরিকে তবে আমরা কিরূপে পাইব? হরিদাস হবে যে, জড়দাস হল সে।

কেন এ বিড়ম্বনা? হরিদ্বার বন্ধ করিয়া দেয় এই জড়। তীর্থযাত্রী সকলেই ফিরিল, কেন না জড় অসার অপদার্থ হরিদ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। ঐ আমার সাম্‌নে হরি, মুখে জড় আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে। সে জন্য নিবেদন যে, যাতে একাকার নিরাকার হয়ে যায়, এ চক্ষু যাতে সাকার দেখে না ছোঁয় না, এই কর। তা না হলে তোমার স্পর্শমণি নাম কি করে হবে? সোণার পাহাড়ে সোণার হরি দেখে শুদ্ধ সুখী হব। জলে সোণা চক্ চক্ কর্‌তে লাগিল, তার উপর আমার হরি বিদ্যমান। ফুলের পাপ্‌ড়ি সোণা হয়ে গেল; সূর্য্যে সোণা, চন্দ্রে সোণা। কার সোণা? হরির সোণা, চিন্ময়ের চিন্ময় সোণা। আমার হরির রংএ জগৎ টুক্ টুকে। তা হলেই আমার সব হল। এখন এমন অসার পাথরের সংসার তাহাও ভক্তপরিতোষ হবে বলে স্বর্ণময় হয়ে গেল। এত চেষ্টাতেও উপদেশ সফল হয় না যে জড় বুদ্ধি থাকিতে চিন্ময় বোধ তো হবে না। প্রকৃতির ভিতরে মা তোমায় ভাল করিয়া দেখি। আমাদের কাছে জড়ের জড়ত্ব যেন আর না থাকে। উর্দ্ধে শক্তি, বামে শক্তি, চতুর্দ্দিকে শক্তি, মৃত জড় আর নাই। নির্জীব, পচা, দুর্গন্ধ জড় আর তোমার কৃপায় রহিল না কিছু। সকলে হরিনামে হিরণ্ময় হয়ে যাচ্চে। আমাদের প্রিয় হরির নামে মাটি সোণা হয়, এ যদি দেখ্‌তে পাই আর দেখাতে পারি, তা হলে অলৌকিক হয়। আমাদের জড় তনুতে সুবর্ণ, জড়

সংসারকে সুবর্ণ করিব, সমস্ত জড়ের মধ্যে তোমাকে দেখে শুদ্ধ এবং যথার্থ সুখী হব, মা, দয়া করিয়া আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিত্য বস্তু।

১৮ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।

প্রেমময় হরি, নিত্যকালের হরি, কে আমার নিত্য, কে অনিত্য আমি যেন তাই ভাবি। আমার পৃথিবীতে কাজ নাই, সংসারে কাজ নাই। গুরু, কৃপা করিয়া আমাকে কে আমার নিত্য আর কে অনিত্য বুঝাইয়া দাও। হরি আমার নিত্য ধন, তোমাকে প্রেম করিলে আমার মরণ নাই। তোমার সহিত চিরকাল থাকিব ইহার চেয়ে আর আমি কি চাহিব। পিতা, সন্তানকে তুমি নিত্যধন দিয়া সুখী করিতে চাও, আমরা অসারেতে এত প্রেম দিতে চাহি কেন? নির্ব্বোধ বুদ্ধি মনে করে এই বুঝি চিরস্থায়ী। মিথ্যা মিথ্যা পাঁচ দিনের আলাপে কি দরকার আমার। আমি কি বাজারে জিনিষ কিনতে এসেছি? আমি এয়েছি মহাজনের দেশে যাব বলে। পথে দুই ঘণ্টা দাঁড়া থাইলে কি হইবে? নিত্য স্ত্রী, নিত্য পরিবার, নিত্য দল আছে কি? যদি না থাকে তুমি তাই হও।

তুমি আমাকে নিত্য মন্ত্রে দীক্ষিত করেছ। আমি যদি ইহা আমার ধর্ম্ম, ইহা আমার কর্ত্তব্য বলি, এটা কেবল মায়া ঢাকিবার কৌশল। আমার যাহা তাহাই নিত্য, আর যা আমার নয়, ফুঁ দিলে উড়ে যায় তাহা অনিত্য। আমি কি এতুই নির্ব্বোধ যে বৃদ্ধের বুদ্ধি লইয়া বাতাসের সঙ্গে প্রেম করিব? যে বাতাস এই আছে এই নাই। হরি, সকল বস্তুতে নিত্য আছে। আপনার সংসারের ভিতরে নিত্য-ধন আছে, আবার উপাসনার ঘরে অনেক অনিত্য আছে। উপাসনা যদি চলে যায়, এই ভক্তি ভাব যদি উবে যায়, এই মাতৃরূপ দর্শন যদি কাল না হয়। নিত্য করে নিতে পারলে সকলই নিত্য। কত ক্ষণ লাগে, মা, সংসারকে নিত্য করতে। তোমার সংসার করে দিলে নিত্য হল। আত্মায় আত্মায় মিলিয়ে দিলেই তোমার হয়ে যায়। কিন্তু মরা মানুষ তা চায় না। ভক্তদের মধ্যেও অনেকে তা চায় না। ধ্রুব মন্ত্রে সাধনের ব্যাঘাত এই। নিত্য ছোঁব অনিত্য ছোঁব না। সামান্য কর্ম্মের ভিতরে নিত্য ফল আছে। যা আছে আর পরে চলে গেল, সে স্বপ্নের সঙ্গে, মা, এ জন্মে যেন সম্বন্ধ না হই। নিত্য বন্ধু, চিরবন্ধু, দয়া করে এবার নিত্য কি বুঝতে দাও। তুমি বলেছ চিরকাল কাছে থাকিবে। সংসারের কেউ তো এমন কথা বলে না। সে আদর আর কে করে, কেবল তুমি কর। তুমি কি না ২০।৩০ বৎসর পালন করিলে বলে আদর চাও না। আর তোমার

কথাটা যদি আর কেউ বলে তা হলেই সে নিত্য হল। অসার হইতে মনকে জোর করে টেনে নাও। সকল বস্তুর ভিতর থেকে নিত্য সম্বন্ধ বাহির করিতে দাও। নিত্য কালের যোগ যেন তোমার সঙ্গে রাখিতে পারি। যা কিছু অসার তার ভিতর থেকে প্রেম ভক্তি নিত্য সম্বন্ধ বাহির করে তোমার সহিত নিত্য বৃন্দাবনে চির সুখে থাকিব, মা দয়াময়ী, অনুগ্রহ করে আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দিবারাত্র হরিকীর্ত্তন।

১৯শে সেপ্টেম্বর, বুধবার।

হে মঙ্গলময়, হে প্রণতসখা, তোমার ত ইচ্ছা যে অনন্তকালের দিকে আমাদের টানিয়া লইয়া যাও। কালের দেবতা, কালে ক্রীড়া করে; দুই দিনের জন্য। কালাতীত দেবতা খেলা করেন চির দিনের জন্য। নাথ, পুষ্করিণী হইতে টান নদীতে, আবার মাছ যখন বড় হয় তাকে ফেল তখন সমুদ্রেতে। কখন তাকে ছোট হতে দাও না। ক্রমেই সে অনন্তের দিকে চলিল। পাঁচ মিনিটের উপাসনা ক্রমে সুখের লোভে দশ মিনিটে, ক্রমে আবার দুই ঘণ্টায় দাঁড়াইল। তবু সে সময়ে বদ্ধ। নয় সমস্ত দিন

তোমার উৎসব করিলাম, রাত্রি ১১ টার পর ত থামিল। লোভী মন শেষে সমস্ত দিনের উৎসবেও তো সন্তুষ্ট হল না। তখন মন বলে আমার দেহের সঙ্গে কি সম্বন্ধ? যত শক্তি অন্তরে, এরা ত সকলে তোমার সন্তান। তা আমার দৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিবেচনাশক্তি, এ সমুদয় শক্তি তোমারই কন্যা। এরা কেন তবে অনন্তমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, অনলস হয়ে, দিবানিশি হরিনাম করিবে না? হরি-কীর্ত্তন কি আর বন্ধ হয়, ভক্তের বাড়ীতে? বিবেকের দল একটা, চক্ষের দল একটা, কাণের দল একটা, এই রকম করে গোটা কতক দল করে কেন দিবানিশি যাতে হরিনাম কীর্ত্তন হয় তারই বন্দোবস্ত হয় না। যে হরিনাম কাণে লেগেই আছে সেই হরিনাম শুনিব। গাময় হরিনাম করিয়া দাও। ভিতরে সমস্ত প্রকৃতিটাকে হরিনামের করিয়া দাও। প্রকৃতি সর্ব্বদা অমৃত বচনে আমার ভিতরে মধুর স্বরে হরিনাম করুক। সেত খারাপ নয়, অবিশ্বাসিনী নয়। মাঝে মাঝে আমি একটু কীর্ত্তন করিব। তোমার এই যে শক্তিগুলি এঁরা তোমার খুব ভক্তের অনুগত। এই কীর্ত্তনের দলটাকে যদি নিযুক্ত করি তা হলে নিত্য গৃহে হরিকীর্ত্তন হয়। মানা করিলে এরা শুনিবে না। মা আমার পয়সা নাই, কীর্ত্তনেকে নিযুক্ত করিতে পারি না। তুমি যদি টাকা দিয়ে নিযুক্ত করে দাও সমস্ত দিন রাত্রি হরির নামকীর্ত্তন হয়। তা হলে দেহটা তরে

যায়, আর আমার দুঃখ যন্ত্রণা সব চলে যায়। এই পায়ের নখ থেকে আমার চুল পর্য্যন্ত যত শক্তি হরি হরি বল্‌ছে। মনের যত কিছু শক্তি সব হরি হরি বল্‌ছে। এমন তেজের সহিত বাজাতে কাউকে দেখি না, এমন গান কোথাও শুনি নাই। কাজ করি আর যাই করি, দেহ মন দুটা নিত্য যেন আমার ভিতরে হরিনাম করে। হরিনাম-সম্বন্ধে আমাদের যে অপবিত্র আলস্য আছে তাহা ত্যাগ করে ভক্তপুরীতে সর্ব্বদা হরিনৃত্য, হরিরসপান, দিবারাত্র শক্তি সকল মাতৃনাম কীর্ত্তন করে, মার নামের সুগন্ধ সমস্ত দেহ মনে ছড়াইয়া দিচ্ছে, সমুদয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য! মিলে দুই ভায়ে দেহ মনে হরিগুণ কীর্ত্তনে মেতে গেছে, এই দেখে চিরকালের জন্য যেন আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, অনুগ্রহ করে মাথায় হাত দিয়ে আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বেহুঁস ভাব।

২০শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।

হে দীনের সহায়, হে কাঙ্গালের ঠাকুর, বুদ্ধিমিশ্রিত ধর্ম্মকে আর বিশ্বাস কয় না। যে উপাসনা করে অথচ চারি দিকে তাকায় সে কি বিশ্বাসী? যে সকল বিষয়ে

বুঝে চলে সে কি তোমার লোক? মত্ততা ভিন্ন হরি-ভক্ত ঠিক হওয়া যায় না। শুনেছি, দেখেছি, বুঝেছি, মেনেছি। একটু এদিক ওদিক যে তাকায় সে ধূর্ত্ত, সে চতুর। যেমন খাঁড়া খানি পড়িবে আর কোন দিকে তাকাইব না। অম্‌নি আত্মবলিদান হল। দয়াময়ি, পাঁচ কথা মান্তে গেলেই পূজাদেবী যিনি তিনি বাড়ী ছেড়ে চলে যান। বলেন এত বড় শঠ। চারি দিক্ বজায় রেখে চলিতেছে। প্রেমময়, এ সাজ্যাতিক সুখ্যাতি যেন তোমার ভক্তের কখন না হয়। এরূপ পুরস্কার নিয়ে যে আমোদ করে সেত সয়তানের প্রজা। মার কোলে আছি, মা, যদি আগুনে ফেলে দেন আচ্ছা, তখনও তো কোল ছাড়া হই না। একটা বেহুঁস করিবার কিছু খাইয়ে দাও। এ হিমালয়ে—যে হিমালয়ে যোগের গাঁজা খাইয়ে দেয়, প্রেমের ধুতূরা খাইয়া দেয়, এই হিমালয়ে ধর্ম্মমাদক সেবনের যে খুব রীতি, এখানে পাথর ছুঁলে সংসারের জ্ঞান চলে যায়। লজ্জা ভয় দুটকে বিসর্জ্জন দিয়ে সংসার ছেড়ে শ্মশান লয়ে মহাদেব যোগী তোমারই হয়ে যান। অতএব, ঈশ্বর, যদি সেই পবিত্র স্থানে এনে থাক, আমরা ফিরে যাব এখান থেকে সে ফল না খেয়ে? আমরা কেমন করে বাঁচিব। যে ফল খেলে একেবারে ধর্ম্মেতে, যোগেতে, প্রেমেতে উন্মত্ত হব, সেই ফল নিয়ে যেতে হবে। আর এখন এ বয়সে দুই আর তিনে পাঁচ ভাবিতে পারি না। তুমি

এখন বেশ বুঝিয়ে দিচ্চ যে কেবল বলা হরি হরি আর বেহুঁস হয়ে গড়া গড়ী। সংসার করিব বেহুঁস হয়ে। উপাসনা করতে বসি বেহুঁস হয়ে, বেড়াচ্চি বেহুঁস হয়ে। সে দিন হিমালয়েতে যে মহাদেবের যোগ বাগান থেকে কি খাইয়ে দিলে, সে দিন থেকে খাচ্চি দিচ্চি কি করচি জানি না, মজায় আছি। কিন্তু এই অবস্থায় চিরকাল রেখে দাও আমাদের, হে হরি। হরির দিকে যে জ্ঞান সে জ্ঞান খুব পরিস্কার যেন থাকে। হরি, তোমার কাজে খুব জ্ঞান থাক্‌বে; কিন্তু বেহুঁস। গান করছি খুব বেহুঁস হয়ে, কিন্তু তাল মান ঠিক আছে। যোগী ভক্তেরা ত এই বল্লেন। এক জন বিনীত হৃদয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা কচ্চে যে ঐ বেহুঁস করবার একটি কল দাও। অপ্রমত্ত যোগ ভক্তির পথ একেবারে ছেড়ে দিয়ে বেহুঁস হবার রাস্তায় চলে যাই, গিয়ে অষ্ট প্রহর তোমাতে মত্ত হয়ে চিরকালের জন্য শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা দয়াময়ি, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নির্ম্মল চক্ষু।

২১শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

হে প্রেম রূপ, হে সত্য, এখন ত নিত্য ধন না বুঝিলে আর উপায় নাই। বাল্যাল কগেল রসরঙ্গে বৃথা

মায়ায়। এখন জ্ঞান আসিল, এখন ত ভুলিলে চলিবে না। পিতা, তোমার ছেলেদের চক্ষে পীড়া হয়েছে। পিতা, মুক্তি বল, যোগ বল, সবই চক্ষে। যে অপবিত্র দর্শন করে, নরক দর্শন করে, তার কিছুতেই ভাল হয় না। যা দেখিতে যায় তার ভিতরে একটা অপবিত্র অম্‌নি দেখিয়া বসিয়াছে। চক্ষু যদি হল্‌দের মত হইয়া যায় সকল বস্তুতে হলুদের রঙ দেখে, তোমার কাছে যে যোগ রঞ্জন নামে ঔষধ আছে তাহা দিয়ে আমাদের চক্ষুর পীড়া আরাম করিয়া দাও। নিত্য বস্তু, সত্য বস্তু, পবিত্র বস্তু তা হলে সকল স্থানে দেখিব। ও অঞ্জন না চক্ষে লাগালে কিছুতেই সত্য বস্তু দেখিতে পাইব না। পর্ব্বতের ভিতরে এসেও সেই নরক দেখ্‌বে, ফুলের ভিতরেও অপবিত্রতা দেখিবে। এমন কি আমরা নির্ব্বোধ হয়েছি যে জেনে শুনে আমরা সারকে অসার দেখ্‌বো? তেমন এক হাতুড়ী পাই তবে ত বাদাম ভেঙ্গে শাঁস খেতে পারি। যোগাঘাতে খোশা ভেঙ্গে গিয়া শাঁস বেরিয়ে পড়্‌বে। যে বস্তু ছোঁব কট্ করে চাবি খুল্‌বে, দেখ্‌ব ভিতরে তুমি বসে রয়েছ। তা না হয়ে চারিদিকে কেবল পাহাড় নদ নদী গাছ ফুল। যোগী বিশ্বাসী ভিন্ন এ কে দেখ্‌বে? এ বয়সে চক্ষুকে জ্যোতিষ্মান্ করে দাও, পিতা। নির্ম্মল চক্ষে বিনা আয়াসে খুব দেখিব। চক্ষু যখন সুশিক্ষিত হল যোগেতে, তখন ত তাব চেষ্টা করিতে হয় না, পরম-

হংস হয়ে দুধটুকু ছেঁকে নেবেই নেবে। এত বুদ্ধি এত জ্ঞান তবুও বল্‌ছি মায়াকে সত্য। এক ফুঁ দিয়ে সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়া দিল, চারিদিকে পরিষ্কার হইয়া গেল, ব্রহ্মময় সকল ভুবন। সকল বুদ্ধি চূর্ণ হয়ে গেল। হরিভক্ত নিত্য হরিকে মানিয়া নিত্য বস্তু লাভ করিয়া সুখী হইলেন। নিত্য না দেখ্‌লে, অনিত্য কি করিয়া বুঝিব। সুন্দর না দেখ্‌লে কি করে বল্‌বে যে অন্য গুল কদাকার। দেখিয়ে দাও, পিতা, যে তুমি নিত্য। একেবারে তোমার ভিতরে ঢুকে লীন হয়ে যেন যাই। অসার অনিত্য বস্তুতে প্রেম না রেখে তুমি নিত্য হরি, তোমাকে দেখিতে দেখিতে চক্ষু নির্ম্মল হউক। দিব্য চক্ষে চারিদিকে তাকাই, কেবল মাতৃরূপই দর্শন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব এই আশা করিয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যোগসলিলে নিমগ্ন।

২২ শে সেপ্টেম্বর, শনিবার।

হে দীনবন্ধু, হে সন্তাপনিবারণ, ভক্তেরা তোমাকে শীতল বলিয়াছেন। তুমি খুব শীতল যোগের সলিল, শান্তির জল। যোগেতে কেহ গরম হয় না; কিন্তু সকল গরমি

কেটে যায়। প্রাণ জুড়াইয়া যায়, তাপিত হৃদয় শীতল হয়। পাপেতে মানুষ জ্বালাতন হয়। গরম লোহা যেমন জলে দিলে ঠাণ্ডা হয়, তেমনি সন্তপ্ত সংসারকে যোগের জলে ডুবিয়ে দিলেই অমনি একেবারে জুড়িয়ে যায়। হরি হে, বুঝে বুঝে তুমি এমন শীতল হয়েছ। পৃথিবীতে ভয়ানক গর্‌মি, টাকার, ষড়রিপুর গর্‌মি চারিদিকে। এমন যে পাপেতে পাথর ফাট্‌ছে। হরি, প্রাণ জুড়িয়ে দিলে তুমি। এক বার গায়ে হাত দিলে আর অমনি সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল। আগুনে কেন পুড়্‌বেন ভক্তেরা? একটি বার করে সকালে উপাসনার সময় তোমার শান্তিজলে স্নান করেন আর সমস্ত দেহ মন জুড়িয়ে যায়। যোগ্‌টা ভাব্‌লেও যেন আরাম হয়। যেমন ডুব দিলাম, কোথায় চিন্তা, কোথায় সংসার। অগাধ জলধি মাঝে হরিভক্তিসাগরে একেবারে গেলাম ডুবে। অতলস্পর্শ, নাব্‌তে নাব্‌তে কত প্রাণ ডুবে যাবে। সেই এক উত্তপ্ত প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ সাহারা, মানুষ পাপে, ভাবনায়, রোগে শোকে পুড়্‌ছে, আর এ কোথায় পড়ে রয়েছি। চারিদিকে শত শত পদ্ম ফুল, হরিপাদপদ্ম। তাতে ভ্রমর মধু পান কর্‌ছে। কৈ চিন্তা? ক্ষতবিক্ষত শরীর জুড়িয়ে গেল। এই কি, হরি, তোমার যোগজল, এই কি তোমার শান্তিজল? যদি দয়া করে মনুষ্য জন্ম দিয়েছ তবে শান্তিজল যেন কখন ছাড়ি না। তোমার এই যোগরূপ শান্তিসলিলে ডুব দিয়ে গাত্র জ্বালা, মনের জ্বালা, আত্মজ্বালা,

সংসারের পাপের যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিই। তোমার শ্রীপাদ-পদ্মের ভিতরে ঢুকে ঠাণ্ডা হয়ে যাই। আর আগুনে, কি পাপের, কি সংসারের আগুনে পুড়্‌ব না। যোগের জলে ডুবে তাই পান করিব, তাহাতেই মগ্ন হইয়া থাকিব, মা, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রতিশোধ।

২৩ শে সেপ্টেম্বর, রবিবার।

হে প্রেমের আলয়, হে শান্তিনিকেতন, নব বিধানে এক নূতন আনন্দ জগতের হইল। যা ছিল না তা আসিল। কেবল নূতন সাধন নয়, হে ঈশ্বর, নূতন সুখও আসিয়াছে। এই সুখ খুব ভোগ করিতেছি তোমার প্রসাদে। মনের ক্লেশ, শরীরের ক্লেশ, তার ভিতরে অপূর্ব্ব আনন্দের স্রোত খুলে গিয়েছে, তার ভিতরে বসে আছি। শরীরও নাই, মনও নাই। সূক্ষ্ম আত্মা হইয়া বসিয়া আছি। বুঝিতে পারিতেছি আছি মাত্র। সুখে আছি, দুঃখে নয়। ধনে আছি, দরিদ্র নয়। একটা কেবল দুঃখ, অতি ভয়ানক, হৃদয় বিদারক, তাড়াইতে পারিতেছি না। পিতা, কর্ণপাত করিয়া শ্রবণ কর, লোকে শুনে না এ সুখের কথা। নবীনানন্দ

নব সুখ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ, ইহা মানুষ বিশ্বাস করে না। কেন? আমি ত কাণাকে চক্ষু দিতে পারিলাম না, কালাকে শুনাইতে পারিলাম না। বুজরুকি দেখাইতে ত পারিলাম না? তাই, হে হরি, নববিধানে বিশ্বাসের ভূমি খুলিল না। এক জনের সুখ অন্যে বুঝিল না। এক জন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, এত সুখ! এত সুখ! কেহ তাহা শুনিল না। বলে, কই তোর ঈশ্বর দেখা যে যায় না, যোগও হয় না। বিশ্বাস পাওয়া গেল না, ঠাকুর, বিদ্বান্ সমাজে। কথা বলিলে কিছু হয় না। কথা ঢের, বই ঢের, তা কেউ চায় না। দৃষ্টান্তের অভাব, তা চাই। পৃথিবীকে উপদেশ দিয়া কেউ কখন বাঁচাইতে পারে না। তাই কথাগুল, উপদেশগুল, লেখাগুল কোথায় উড়ে গেল। দুর্ব্বল মানুষ বুঝিতে পারে না। আর এক জন সুখ পায় তা কেউ স্বীকার করিতে চায় না, সায় দেয় না। কেবল কি, ঠাকুর, এ সুখের সংবাদ লইল না? ঠাকুর, এমন তুমি, এমন তোমাতে সুখ, সেই ঠাকুর এমন সুন্দর বৃন্দাবন সাজাইলে কেউ এল না, প্রজা যুটিল না। দুঘর প্রজা এসেছিল উঠে গেল। তোমার মন্দিরের কাছে পাঁচ ঘর প্রজা বসালাম, দূরে উঠে গেল। বলে ভূমি শক্ত, বীজ ফেলিলে শীঘ্র গাছ ফুটে না। এই সকল ওজর করিয়া পালায়। কথা ত লইল না, বরং যাবার সময় কষ্টকর কথা বলিয়া গেল। ঠাকুর, কেহ চায় অপদস্থ হই, কেহ চায়

শরীর ভাঙ্গে, মন ভাঙ্গে। কেহ চায়, ধর্ম্মটা একেবারে লোপ পায়। কেহ চায়, হরি, আমার হরি, তোমার নাম কেহ না করে। তুমিও চলে যাও, আমিও চলে যাই, জগৎ আর বিরক্ত না হয়। দিন যায় না অপবাদ ভিন্ন, রাত্রি যায় না গালাগালি ভিন্ন। এক জনের ক্ষুদ্র প্রাণে আর ধরে না। এক জন ক্ষুদ্র, আমার মত, এত নিষ্ঠুর নির্য্যাতন সহিতে পারে না। অথচ লোকে তুষ্ট নয়। নূতন সংবাদ দিয়াছি কি না? তার বিনিময়ে কষ্টে প্রাণটা দিতে হইবে। কাহারও মন উঠিতেছে না। আপনার লোকদেরও বিশ্বাস হইতেছে না। বলে এ ব্যক্তি পরম বস্তু পায় না। মিথ্যা অপবাদ গালি দিল, মাথায় লইয়া বসিলাম। ২৪ ঘণ্টার অগ্নিপরীক্ষা কিছুতেই থামে না। অগ্নি খাই, অগ্নি পরি, অগ্নিতে নিঃশ্বাস ফেলি, অগ্নিতে প্রাণত্যাগ আশ্চর্য্য নহে। ঠাকুর, ইহার জন্য কি আমি তোমার কাছে কখন কাঁদি? কখন বলি? সিংহের তেজ, শত লোকের অপবাদেও কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু, ঠাকুর, কথাটা ত রহিল। অপবাদ হইতে বাঁচাও, এ নীচ প্রার্থনা ত কখন করি না। কষ্ট এলই বা। লক্ষগুণে যদি, মা, তুমি কষ্ট দাও আমি কাতর হব না। নীচ প্রার্থনা আমার নয়। যত পারে বলুক না। আমার কাজ, সারা দিন বলিব "ভক্তি চাই, বিশ্বাস চাই"। ফেরি করিব দ্বারে দ্বারে, খোদ্দের মিলে না। মাথায় পাথর মারে, বাটীতে লইয়া গিয়া জুতা

মারে। বলে যশ কামনা ঢের। মা, কি প্রার্থনা, সত্য বলিব? এক বার প্রতিশোধ লইতে চাই। ২৫ বৎসরের প্রতিশোধ লইতে চাই। আমার প্রদত্ত সংবাদ যেন সবার বুকে প্রবেশ করে। মা, কেবল এই প্রতিহিংসা চাই যে ওকে চীৎ করে ফেলে তোমার বিধানের আনন্দ ওর মুখে ঢেলে দিব, তবে মরিব। মা, আমাকে অমর করে দাও। কেবল এই দেখি যে আমার মা নাম সকলে নিতেছে। তা হ'লে আর দুঃখ কি? গালাগালি ত আমার ভাত দাল। এত যে যোগ-মেত্রে খেটেছি তার পয়সা দেয় কে? গালাগালি দেয়, তা দিক মা, গালাগালি ত তোমার ভক্তের ভূষণ। তুমি সহ্য করিতে পার, তোমার ভক্তেরা কি তা শিখেন না? সকল সহ্য করিব। সে কথা ত হবে না। ওকে ছাড়ব কেন, ওকে বাটীতে নিয়ে যাব। ও আমার বুকে লাথি মেরেছে, আমি ওর মুখে অমৃত ঢেলে দিব, এই চাই। মা, এই প্রার্থনা যে নব বিধানের সৌন্দর্য্যটা দেখতে হবে। যে কথাটী বলেছি তা মানতে হবে। নিরাকারকে দেখা যায়, ভালবাসা যায়, আর যে নূতন বৃন্দাবন হয়েছে তাতে সবে মিলে নৃত্য করা যায়। হে কল্যাণদায়িনী, এই প্রতিশোধ চাই। যিনি যত বিরোধী, তিনি তত যোগী হউন। মার নাম নিক্ নৃত্য করুক্, তার পর আমাকে মারুক। তা হলে ওদের দুঃখ ত যাবে। মার নাম ত নেবে। কেমন জব্দ হবে।

এক বার মার কাছে আন্‌তে পারি ত সাধ মেটে। বলি কেমন পৃথিবী বড় যে ঠাট্টা করেছিলে, ভক্তিকে যে অজ্ঞানতা বলেছিলে, আর যে পৃথিবী নড় না? মা নামে যে বড় জ্বলে যেতে। এখন কেমন? আর পার? বলেছি ত মা নামের কাছে পরাস্ত হতেই হবে। এবার ত বুঝলে, এই কাহিল লোকটা কি করিতে পারে হরি সহায় হলে। মা, যা দেখেছি তা বল্‌ব। মা, এইটে জগৎকে দেখাব যে আমরা এক মাকে পেয়েছি। আমরা সুখের নববৃন্দাবনে সবে মিলে নৃত্য করিতেছি। মা আনন্দময়ী, এই বলি যে, এই সুখের মুহূর্ত্তটাকে কেউ যেন অবহেলা না করে। মা, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার স্বর্গ হতে যে সুখের সংবাদ এয়েছে সকলে যেন ইহা শ্রবণ করেন, আর অবিশ্বাস না করেন। মা, যত লোক আমাদিগকে গালি দিয়াছেন, সকলকে যেন এই অমৃত পান করাইয়া প্রতিশোধ লইতে পারি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমিতে আমিতে মিলন।

২৪এ সেপ্টেম্বর, সোমবার।

হে দীনদয়াল, হে যোগেশ্বর, যোগীর বন্ধু, বিয়োগই যে মৃত্যু তাহা ঠিক্। দেখিলাম, তোমাতে আমাতে

বিয়োগ হইলে আমার মৃত্যু হয়, ইহাও দেখিলাম যে আমাতে আমাতে বিয়োগ হইলেও আমার মৃত্যু হয়। এক দেহ ঘরে দুই বিরোধী, কেমন করে মানুষের শান্তি হয়। ঘরে শান্তি না হলে কাহারও সঙ্গে শান্তি হয় না। এই দুটো ঝগড়াটে লোক এক না হলে আমি তো কিছুতে সুখী হইব না। হরি বিচারপতি, তোমার কাছে অভি-যোগ করি। এই যে লোকটা কেবল কলহ করে, ঘরে আগুন দিতে চায়, ওর কি শাস্তি নাই? আত্মাই আত্মার শত্রু নয়? আর আত্মাই আত্মার মিত্র নয়? দুই ঠিক্! এত দিনের পর ও স্বীকার করেছে যে আর হরির ঘরে বিবাদ আনবে না। এখন পশু মানুষ হয়েছে, আগুন জল হয়েছে। তোমার কথা শুনে শুনে এত দিনে ওর আক্কেল হয়েছে। নীচের আমি আর উপরের আমির মধ্যপথে সন্ধি হয়েছে। আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হউক, যে দেবতা অসুরের যুদ্ধ থামিল। এখন আর কে কলহ করিবে? নীচের আমি উঠে উঠে হৃদয়ের কাছে এসে উচ্চ আমির ভিতরে ঢুকে গেল। এই এক হওয়াই যথার্থ স্বর্গ! একটা বিবেক, একটা তোমার কথা; একটা হরির ঘর, একটা দস্যুর ঘর; এ রকম আর দুটো থাক্‌তে পারবে না। এত দিনের পর দেখছি শান্তিরাস্তা খুলে যাচ্চে। দুই সুর এক হয়ে হরির সুরের সঙ্গে মিলে যাচ্চে। প্রেমময়, দুইজনকে এক করে তোমার সঙ্গে মিলিয়ে দাও।

বিরোধ নাই, এক হয়ে যাবে। যোগীরতো, মা, এই সুখের অবস্থা। নির্ব্বিবাদে, নির্ব্বিরোধে তিনি তোমাতে ডুবে থাকেন। কোন ভয় নাই যে, ঘরে দস্যু কি দুরন্ত পশু কিছু আস্‌বে। তার শত্রুকুল নির্ব্বংশ হয়েছে। যড়রিপুর এক ভাইও নাই। সমস্ত কোলাহল শান্ত হয়ে গেছে। প্রাণরাজ্যটা নিষ্কণ্টক হওয়াতে কি সুখই পাওয়া যায়! হরিকে নিয়ে একেবারে নির্ভাবনায় থাকি। আমার সঙ্গে আমির মিল না হলে কিছু হবে না। কেহ আর তা না হইলে শান্ত হইতে পারবে না। সকলের প্রাণে এই আশ্বাস বচন শুনাও যে নব বিধানের কল্যাণে শত্রুকুল বিনষ্ট হয়েছে। মা আনন্দময়ীর শাসনে সমস্ত জগৎ নিরাপদ। যেখানে চলে যাচ্চি কোন ভয় নাই, অভয়ার আশীর্ব্বাদে অনায়াসে যোগ করিতে পারিব। এই যে ঘরাও বিবাদ এটা যেন শীঘ্র মিটে যায়। সমস্ত শান্তি কুশল হৃদয়রাজ্যে বিস্তার কর, শত্রুকুল বিনাশ কর। হৃদয়রাজ্যে নিষ্কণ্টকে তোমাকে লইয়া সুখী ও শান্ত হই, হে জননী, আমাদের আজ অনুগ্রহ করে এই আশী-র্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুরের মিল।

২৫ এ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।

হে পিতা, হে শান্তিদাতা, পৃথিবীতে দেখিতে পাই, মানুষ যত শান্তিপ্রিয় হয়, তত তার কাছে চীৎকার অসহ্য হইয়া উঠে। যত দিন মানুষ বাজার করে, তত দিন তার বাজারের গোলমাল লাগে না। কিন্তু যখন সে বাজার ছেড়ে বাড়ী যায় তখন তার তো বাজারের গোল কিছুতেই সহ্য হয় না। যত দিন সুরবোধ না হয়, সঙ্গীতশাস্ত্র না জানে, সুরের বা তালের অমিল বুঝিতে পারে না; কিন্তু যখন তার ভিতরে সঙ্গীত শাস্ত্রের জ্ঞান জন্মিল, যখন তার সুর লয় বোধ হইল, তখন তার অল্প সঙ্গীতে অল্প অমিল দেখিলেই কাণে বড় লাগে। বিশ্রামের সময়, যোগের সময়, এখন আর কোলাহল কেন? ঈশ্বর, বাণিজ্যের রাস্তা তো ছেড়েছি। এখন ঘরে বসে প্রধান সঙ্গীতবিৎ তুমি তোমার গান শুনিব। বিদায় নিলাম সংসারের কাছে সঙ্গীত শুনিব বলে। এখানেও কেন আবার গোল? বন্ধুদের অশিক্ষিত সুরবিরোধী আওয়াজখানি যে আমার কাছে বজ্রধ্বনি। হরির কথা শুনে, তাঁর পরামর্শ শুনে, আবার এদের পরামর্শ শুনিতে হইবে? নাথ, যদি তোমার সুরের সঙ্গে সকলের সুর মিলে যায়, তা হলে তাদের কাছে বসে থাক্‌লেও ভাল। তুমি বলিতেছ হাঁ, এরা বল্‌ছে না। অসহ্য বেলয় স্থান

ভগবদ্‌ভক্তের পক্ষে অগ্নিসমান। থাকা যায় না, নাথ, থাকা যায় না। চুপ করে বসে সন্ধ্যার সময় তোমার সঙ্গে এক হয়ে বসে থাক্‌ব। বল্‌ব, ঠাকুর, বীণা না বাজিয়ে ইস্তক নাগাদ একটাও তো উপদেশ দিলে না। তোমার সকল বেদ যে ছন্দে লেখা। তুমি ক্রমাগত সুস্বরে তান লয় মানে আদেশ কর। তোমার কথা শুনিবামাত্র বুঝিতে পারি। আর যখন পৃথিবীর লোক এসে উপদেশ দিতে আসে, মনে হয় যেন কি একটা জন্তু এসে কর্কশ স্বরে কি চীৎকার করিতেছে। যার পৃথিবীতে মার অমৃত স্বর শুনা ভিন্ন আর কিছু নাই, সে গরীবের তো আর সহ্য হয় না। পৃথিবীকে যদি পরিত্রাণ দিবে তো পৃথিবীর সুর-বোধ করাও। দূর থেকে শুনেই বল্‌বে, ঐ মা বীণাপাণী আকাশ হইতে নামিতেছেন। তোমার কথা কি বলিব, তোমার ভক্ত নারদটা আগে থেকে গান গাইতে গাইতে আসে। সুরেতেই পরিচয় দেয় ভক্তেরা। তুমিও সুর করে কথা কও, ভক্তেরাও তাই করেন। এক বার সুর শুনিলে বেসুর শুনিবার যো নাই। কি করিব, সংসারে থাকিতে গেলেই ইহা সহ্য করিতে হয়। হে প্রাণেশ্বর, বাগ্দেবী নাম ধরিলে কেন? গদ্যে কেন কথা কহিলে না? চীৎকার করে, গোল করে কেন উপদেশ দিলে না? যখন শুনিয়েছ সুর, গরীবের প্রার্থনা কর্‌বার তো অধিকার আছে। আমি জ্ঞানী নই, পণ্ডিত নই, আমি কাহাকেও উপদেশ

দিতে আসি নাই। আমি মার গলায় আমার গলা মিলিয়ে দেব। আমি বাঁশি, তুমি সুর। তোমার সুর আমার কর্কশ সুরকে পুড়িয়ে দিয়েছে। আর যেন আমার বুদ্ধি, আমার সুর মনে মনে না ভাবি, কেবল তোমার বুদ্ধি, তোমার সুর বলে তোমাকে প্রশংসা করি। তোমার কোমল কণ্ঠের স্বর শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হয়ে তোমার সঙ্গে আমাদের তেমনি মিলন হবে যেমন সরস্বতীর সহিত সরস্বতীপুত্রের মিল হয়, মা, এই আশা করে তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত আমরা বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

লোহার স্বর্ণত্ব।

২৬এ সেপ্টেম্বর, বুধবার।

হে প্রেমাধার, হে নিষ্কলঙ্ক প্রভাব, লৌহময় কৃষ্ণবর্ণ আমরা স্বর্ণময় গৌরবর্ণ হইব বলিয়া তোমার সূর্য্যো-ত্তাপে বসিয়া আছি। হে সত্যসূর্য্য, হে প্রেমসূর্য্য, আমাদের উপর তোমার তেজ ও কিরণ প্রত্যহ উপাসনার সময় প্রেরণ কর। এমন মূর্খ কে আছে, ঠাকুর, যে আপ-নার গা দেখে আপনি লৌহ কি সুবর্ণ কি তাহা জানিতে পারে না। গা দেখলেই বোঝা যায় যে লোহা। তাকে সোণা ভ্রান্ত হয়ে মানুষ কি করে বল্‌বে? একটি লোহা, একটি কাল দাগ দেখলেই, নাথ, বোঝা যায় যে আমি

তোমার নই। হাজার কেন ধ্যান, গান, প্রার্থনা করি না পিতা, নৈতিক কলঙ্ক থাকিলে খাঁটি সোনা হলাম না। দৈনিক কার্য্যে অকলঙ্ক থাকিতে দাও। আর কলঙ্কটি ঢুকিলে শীঘ্র বাহির হইতে চায় না; ঘরে শান্তি পবিত্রতা কিছুই থাকিতে পারে না। হরিস্বর্ণ আমার স্বর্ণ হয়ে যাক্। আমার হাতে হরি, চোখে হরি, কাণে হরি, মুখে হরি। কেমন করে বুঝ্‌ব, নাথ, যখন দেখ্‌ব চারি দিকে হরিখণ্ড। কিন্তু যদি আমি একটা পাপ করে ফেলি অমনি যে নরকের দ্বার খুলে গেল। অমনি বল, "যাও"। সাধু হয়েও রেহাই নাই। আমি পাপী বলে নির্দোষীকে যদি দণ্ড দিই তাহলে আমার ইহকালে পরকালে তো গতি নাই। হরি, নিবেদন করি তব শ্রীপদে যে, স্বর্ণ হতে যে কিছু প্রতিবন্ধক আছে সে সকল হইতে আমাকে দূরে রাখ। দয়াময়ী, যারা দুঃখ পায় আমাদের জন্য, যারা নির্দ্দোষ হয়েও আমাদের দ্বারা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের ক্ষমা যেন আমরা পাই। আমি নিজপাপ বহনে অক্ষম। আমি নিরপরাধী গরীবকে বিনা দোষে দুঃখ দিব ইহা ভক্তের হৃদয়ে বিষ, নরক। সে নরক ধুইলেও যাইবে না। সে চিরকালই রহিয়া গেল। নীতিতে এক হব, সোণাতে এক হব, তবেইতো তোমার সঙ্গে এক হব। অন্যের দোষে যেন দোষী না হইতে হয়। এই জন্য, গতিনাথ, তুমি আশ্রয়, তুমিই উপায়। আর যেন জীর্ণ বৃদ্ধবয়সে

নূতন পাপ সঞ্চয় না করে। নরকের আয়তন বৃদ্ধি করিবার কি প্রয়োজন? নাগ, সোণা করিয়া দাও। দীনবন্ধু, পৃথিবীর সমস্ত বিপদের মধ্যে নির্ম্মল থাকিয়া তোমার স্পর্শে খাঁটি সোণা হইতে পারি, এক বার গরীব বলিয়া আমাদের মাথায় হাত দিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্যমূলক যোগ।

২৭ এ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।

হে প্রেমময়, হে রসরঙ্গের হরি, অনেক কালের পরীক্ষায় বুঝিলাম, সিদ্ধান্ত করিলাম, যে মানুষ সহজে তোমার ভক্ত হইতে পারে, জ্ঞানী ও কর্ম্মীও হইতে পারে। একটু চেষ্টা করিলেই হয়; কিন্তু পুণ্যমূলক যোগধর্ম্ম এই দেখিতেছি, সার, অকৃত্রিম ধর্ম্ম। হে দয়াল হরি, বনেদটি একেবারে শক্ত হলে বাড়ীটী কেমন হয়? আর ঐ যে ঘর সব লোকে করিতেছে, ওসব মায়ার ঘর, বৃষ্টির সময় পড়ে যায়, দিন কতক পরে কাঁচা গাঁথুনির জন্য ইট্ বেরিয়ে পড়ে। যোগের বাড়ী কখন ইটের দ্বারা হয় না, নীরেট পাথরের ঘর। একখানি পাথর খসিল না, কোটি কোটি বৎসরের ঘর। যোগীদের ভয় হয় না সেই জন্য, কাঁচা

ঘরে সকলেই কাঁদে। যোগঘরে যোগী বসে কাঁদেও না, ভাবেও না। বলি সেই জন্য যে যোগের মূলে পুণ্য আছে, তাই দেও। অহঙ্কারকে একেবারে মাটী হয়ে গিয়ে ভুলে যাব। স্বার্থপর হবার যো থাক্‌বে না, কারণ আমিটাকে যে বিনাশ করেছি। যোগের গৃহে প্রবেশের সময় তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া লও, নিষ্কাম হইয়াছি কি না। তাহা না হইলে তো যোগী হবার যো নাই। রিপুদমন হইল, মনটি সিদ্ধ হইল, প্রাণটি শীতল হল, তখন যে যোগ হইল, তাহাতে কোন ভয় ভাবনা থাকে না। প্রায় শুনিতে হই-তেছে নৌকা ডুবিল, মানুষ মরিল। ও কে মরিল? ও যে সাধু ভক্ত ছিল, তা হলে কি হবে, ও যে রাগী ছিল। মা, তাই বলি, এইরূপ পুণ্যমুলক যোগ ভিন্ন মানুষের নিশ্চিন্ত হইবার আশা নাই। মনকে খাঁটি করে যোগে বসিলে আর বাকি কিছু থাকে না। প্রেমময়ী, অন্য কয় জন এ পথে ও পথে যাইতেছে বলে, কেন আমি তাদের পথে যাইব? দেখিতেছি ওদের নৌকায় ফুটো আছে। যোগের নৌকার নীচে লোহা মোড়া। ডুবিবার মোটে ভয় নাই। অখাঁটি অসার সাধন পরিত্যাগ করে মায়ার ঘরে না থেকে পুণ্যময় যোগ সাধন করে যোগের ঘরে যোগেশ্বরীকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে থাকি, মা প্রেমময়ী, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

সত্য হরি।

২৮ এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

হে দীননাথ, হে চিন্ময়, হরিনির্দ্ধারণ তত সহজ তো নয়, মানুষ যত মনে করে। যেমন পৃথিবীর মানুষেরা ভূত প্রেত অসার বস্তু মানে, তেমনি ধর্ম্মশীলেরাও হরির প্রেত ভূত বিশ্বাস করে ও মানে। প্রথম অবস্থাতে, হে পিতা, অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া পুতুল পূজা করে, পরে হরি পূজা করে। এই যে মধ্যের স্থানটি নানা প্রকার স্বপ্নের খেলা, ভূত প্রেত, ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ। পথিকেরা অনেক দিন থাকে এইরূপ রাজ্যে। পুতুল পূজার সময় বোঝা যায় এইটি পূজা করিলাম; কিন্তু মনের ছায়াতে কি না হরির ছায়া মিশিয়া যায় এই জন্য কেহ ধরিতে পারে না। যত দিন মানুষ ভ্রমমুক্ত না হইতেছে, তত দিন ভ্রান্তিতে পূজা করিবে। জীবন্ত দেব, লোককে কেমন করে বোঝাব জীবনে কিরূপে সুখ হয়। পাথর ভজে ব্রহ্ম পাবে? যে দেবতা আপনাকে পরিত্রাণ দিতে পারে না সে অন্যকে দেবে? এটা কেমন করে ঠিক হবে যে প্রাণদাতা মোক্ষদাতা হরিকে আমরা আদ ঘণ্টা দুই ঘণ্টা পূজা করিতেছি, আর মানুষ তবুও বলিতেছে, আমি নির্ম্মল হইতেছি না। এক দিন হরিকে দেখিলাম, আর তার পর তিনি অদৃশ্য হইলেন। হরির কাছে একটী ছোট প্রার্থনা আর

নগদ পুণ্য ফল লইয়া উঠিলাম, ইহা যদি না হয় তবে আমার পূজা ঠিক নয়, হরিকে আমি ঠিক করিতে পারি নাই, আমার পূজা ভুল। হে হরি, মানুষকে এই মধ্য-পথ হইতে বাঁচাও। তুমি বলিতেছ, "জীব, কাকে ভজিতেছিস্? আমার যদি কলঙ্ক থাকে, যদি আমার পূজা করেও মানুষ শুদ্ধ ও ভাল না হয়, তাহা হইলে আমি ভগবান নই।" তোমার কাছে মানুষ কাঁদিল না অথচ বলিল, "দেখলে ২০ বৎসর কাঁদিলাম আমার উপায় কিছু হরি করিলেন না।" সমস্ত দেবতারা বলিলেন "না, কৈ ও তো এক বারও হরির কাছে প্রার্থনা করে নাই।" কল্পনার হরিকে পূজা করিলে কি হইবে? ঘরের ভিতর মায়া রাক্ষসী আসিয়া সমস্ত প্রার্থনা উপাসনা খাইতেছে—প্রাণ বিয়োগ হবে রাক্ষসীর হাতে। লক্ষ্মীপুরী থেকে, হরি, অলক্ষ্মীকে তাড়িয়ে দাও। খাঁটি লক্ষ্মী হয়ে এক বার সম্মুখে বস, দেখে নিই যে পূজা করিলাম আর রক্ত চাঙ্গা হয়ে উঠিল। ঠিক মা লক্ষ্মী কাছে এস। যখন এলে সত্যেতে মন প্রাণ ঢেলে দিলাম। পরম পিতা, দুঃখীর প্রার্থনাটী শোন। এ বিষয়ে অনেকে ভাবেন না। যদি ব্রাহ্মগুলকে অসত্য হইতে সত্য হরির দিকে টেনে আন তা হলেই তোমার একমেবাদ্বিতীয়ং নাম যথার্থ পৃথিবীতে ঘোষিত হইবে। হরি ঠিক হলেই এক দিনেই রাতারাতি হাজার হাজার মানুষ ভাল হয়ে যাবে। কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি, এই বলে মানুষ সংসারবনে ঘরে

বেড়াক্, তার পরে এসে দীক্ষিত হবে। হা ঈশ্বর, কোথায় রহিলে? যথার্থ হরি এয়েছেন, এই বলে ভারত জাগিয়া উঠুক। আমার ভাইগুলি, আমার অনেক দিনের প্রিয়তম ভাইগুলি দেখিয়ে দিন্ যে তাঁদের হৃদয়ে যথার্থ হরির ঝণ্ডা উড়িতেছে। জীবন্ত হরি, জ্বলন্ত হরি. তোমাকে সত্য সত্য দেখিয়া, তুমি যে সত্য ইহা বিশ্বাস করিব, ভ্রম মায়া হইতে মুক্ত হইয়া তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া আর ইচ্ছামত হরি নির্ম্মাণ করিব না, মা, আজ অনুগ্রহ করে তোমার জ্বলন্ত হস্ত আমাদের মাথায় রেখে এই আশীর্ব্বাদ কর। [কে]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরি পরমধন।

২৯এ সেপ্টেম্বর—শনিবার।

হে প্রেমময়, হে পরম ধন, যত দিন মানুষের ধনকে ধন বোধ হয়, তত দিন তোমার প্রতি মানুষের প্রেম বিভক্ত হয়, সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসিতে পারে না; হৃদয়ের অর্দ্ধেক প্রেম দিয়ে তোমাকে পূজা করে। আসল সাধন সেই সাধন যাতে তুমি আর ধন এক হয়ে যায়। পিতা, বিরোধীদের সহিত কত দিন বলপূর্ব্বক সন্ধি করিয়া থাকিব? এই দুইয়ের মধ্যে মিলন, আবার দেখি দুই দিন পরে বিবাদ। ইচ্ছা হয় ধনটা স্বতন্ত্র বস্তু না থেকে

তোমার ভিতরে গিয়ে লীন হয়ে যায়। সমস্ত পৃথিবীর সোণা হরিসোণা হয়ে যায়, যত রত্নরাশি ব্রহ্মরত্ন হইয়া যায়। দেখ্‌তে পাই বড় বড় ভক্তদের প্রাণটাকেও সময় সময় সংসার টানে। দেখি ধনের অভাবে কষ্ট পায় লোকে। হরি যদি হলে সোণা, রূপা, জমিদারী, তাহা হইলে তোমাকে ছেড়ে কেন মানুষ অন্য স্থানে যাবে? যার মার চরণের নূপুরে শত শত সহস্র সহস্র রত্নরাশি রয়েছে, সে আবার ধনের জন্য কাঁদিবে? ধন নাই কার বাড়ীতে? লক্ষ্মী নাই যার বাড়ীতে। আমাদের বাড়ীতে মা লক্ষ্মী এসে বাস কর্‌ছেন, আমাদের ভাণ্ডার সর্ব্বদা পূর্ণ, আমাদের বাক্সে সর্ব্বদা টাকা কড়ি। টাকার সমুদ্র—তার উপর জীবনতরী চালাচ্ছি। মাতৃধনে অধিকারী যখন, তখন আবার ধনকষ্ট কি? লক্ষ্মীকে যখন বেঁধে রেখেছি ঘরে, তখন আমাদের আবার টাকার ভাবনা কি? যত সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য তোমার। হে ঈশ্বর, মানুষ তোমাকে আর ধনকে আলাদা করে ফেলে দুঃখে পড়েছে। যখন দুই চক্ষে দেখ্‌ব দুই এক হয়েছে—তখন ঐহিক পারত্রিক দুইই লাভ করিলাম। গোড়া পেলেই ফল পাওয়া যায়। একান্ত মনে লক্ষ্মীকে হৃদয়ের ভিতর, পরিবারের ভিতর স্থাপন করে ধন-কামনা ধনকষ্ট একেবারে ভুলে যাই। হরিধনে ধনী হব, ব্রহ্মধনে ধনী হব, অসার বস্তুতে আর লোভী হব না, পৃথিবীর সামান্য ধনে ধনী হইতে চাহিব না. হরির চরণধনে

অধিকারী হয়ে নিত্য সুখে সুখী হব, মা, এই আশা করিয়া আমরা সকলে তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার অন্তঃপুরে প্রবেশ ভিক্ষা।

৩০ এ সেপ্টেম্বর—রবিবার।

হে দীনবন্ধু, হে যোগীব সম্বল, তোমার শান্তিনিকেতনের দ্বারে সমস্ত ভিখারীরা ক্রমাগত মনের দুঃখে চীৎকার করিতেছে—ভগবান্ মুক্তি দাও, শান্তি জল দাও, প্রাণ যায়, অন্ন দাও, ক্ষুধায় প্রাণ বিয়োগ হয়। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, রজনীতে ক্রমাগত এই বিলাপধ্বনি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। হে প্রেমস্বরূপ, এ দলের ভিতরে কি আমরা নাই? আছি। আমরা তোমার ভিখারিদলের মধ্যে, ভিড়েতে আমরাও চীৎকার করিতেছি, কাঁদিতেছি। কিন্তু আনন্দময়ী, তোমার অন্তঃপুরে তোমার প্রিয়তম সন্তানগণ জড় হয়ে তোমার সহিত খেলা করিতেছেন। দুঃখ বিলাপ ক্রন্দন, এ সকল তব দ্বারে কালও ছিল, আজও আছে, কালও হবে। আনন্দ, ভক্তি, প্রেম, উচ্ছ্বাস এ সকল তোমার অন্তঃপুরে। এখানে চক্ষু হইতে দুঃখের জল, ওখানে চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু। ঐটি তোমার

লীলার স্থান। তুমি এদের প্রার্থনা শুনিতেছ, পরিত্রাণ করিতেছ। ওদের মজাচ্ছ, তোমার প্রেমে। ভালবাস দুই দলকেই। হে যোগেশ্বরি, ঐ স্থানে বসিয়া মা বলিয়া ডাকিতে চাই। আর যেন দ্বারে দাঁড়াইয়া বস্ত্র দাও, শান্তি দাও বলিয়া চীৎকার না করিতে হয়। অনেক দুঃখের কথা বলিয়া কাঁদিয়াছি, আর কেন? এখন খেলিব, নাচিব, ডুবিব ডুবাইব, মাতিব মাতাইব। এই লীলারসরঙ্গের সময়, যার জন্য এত কাল প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। অতএব ক্রন্দন বিলাপ শেষ হউক। তোমার অন্তঃপুরের প্রশস্ত দালানে ভক্তগণ সঙ্গে মিলিত হইয়া আমরা তোমার হাত ধরিয়া খেলা করি। এই সুখ দাও, দেবি। সকল উপাসক তো তোমারই। কিন্তু বাহিরের উপাসক যাঁহারা, বড় দুঃখী তাঁহারা। এক বার বল, "ভক্তদের কান্না কাটির দিন নাই, আর দ্বারে থাকিতে কাহাকেও দিব না।" হাত ধরে নিয়ে চল ভিতরে। যত মহাত্মাদের সঙ্গে মিলি, শ্রীভাগবত শ্রবণ করি, প্রেমময়ীর ভারত লীলার কথা ভাল করিয়া শুনি। তোমার হাত হইতে কেড়ে খাবার খাইব; তোমার হাত ছিনিয়ে নেব, প্রার্থনা না করে। হে দেবি, স্পষ্টস্বরে বল যে সেই সময় ভক্তদের এয়েছে। আর মনে যে রাগ হবে তার সময় কই? তার ফুর্‌শোৎ কই? নাচেতেই দিন কাটাতে হবে যখন, তখন আর অবকাশ কই, নাথ, যে পাপ করিব? আর মনে হয় যে সময় অন্ন দেখাটা

করে হবে। সুতরাং ছেড়ে যাবার আর জো কই? উপাসনা কি? খেলা করা। প্রাতঃকাল হইতে আবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কেবল তোমার সহিত খেলা করা। এ পাহাড়ে কেবল যোগেশ্বরীর খেলা। প্রেমস্বরূপ, তোমার হাতের রচিত এই সকল পর্ব্বত তোমার গম্ভীর লীলা প্রদর্শনের জন্য, তোমার ভক্ত যোগী সন্তানদিগের যোগ শিখাইবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। যে আসে, প্রশস্ত ক্রোড়ে হিমালয় তাকে স্থান দেন। এমনি তৈয়ার করে তুলেন যে গুরুচরণে বার বার প্রণাম না করে কেউ থাকৃতে পারে না। এই অটল অচল পর্ব্বত, যিনি সেই বেদান্ত উচ্চারণ করিতেছেন, যিনি কত সংসারীকে উদ্ধার করিতেছেন এমন গুরু পৃথিবীতে রয়েছেন। বৃদ্ধ হিমালয় গুরু ক্রোড়ে আমাদিগকে এত দিন স্থান দিয়ে যোগ শিক্ষা দিয়াছেন। জয় ২ হিমালয়ের জয়। এ গুরুর চেলা হইব। চির দিন ইহাঁর শিষ্য হয়ে থাকিব। যত পাইলাম ধন যেন তাহা চির ধন হয়। মনটা হিমালয়ে লেগে গিয়েছে। যে গুরু দীক্ষাগুরু হলেন শিষ্য কি তাঁকে আর ছাড়িতে পারে? অতএব হে যোগেশ্বরি, এই যে তোমার অন্তঃপুরের যোগলীলা হিমালয় শিখাইলেন এই সকল ব্যাপার চির দিন যত্ন করিয়া হৃদয়ে রাখিব। পাহাড় ত দোলে না, শিষ্যও দুলিবে না। পাহাড় টলে না, শিষ্যও সংসারের ঝড়েতে টলিবে না। হে কল্যাণময়ি, এই খানে চিরকাল থাকিতে দাও। আর কল-

ক্ষের ঘরে কাহাকেও যেন প্রবেশ করিতে না হয়। গিরিবাসী হে লীলাধারী ব্রহ্ম, চিরদিন তোমার এই সকল প্রেমের লীলা দেখিব। সিন্ধুক আজ বন্ধ করি। থোলেতে আজ পুরি টাকা কড়ি যোগের রত্ন, সমুদায় বাঁধি বুকের ভিতরে। হে ঈশ্বর, যোগী করিলে তো চির যোগী কর। যেখানে থাকিব মনে হইবে যেন খুব উচ্চ বৈকুণ্ঠধামের কৈলাসপুরীতে বসিয়া সুবাতাস সম্ভোগ করিতেছি, যত চিন্ময় পুরুষ নাচিতেছেন, ভাবে প্রেমে ঢুলিতেছেন, গায় ২ পড়িতেছেন। এই থানেই আছি, যাচ্ছি না। যাইব কোথায়? নিত্যানন্দের রাজ্য ছেড়ে যাইব কোথায়? কৈলাসপুরী আবিষ্কার হল ছাড়ে কে? এই যোগিদলে রহিল প্রাণ, ইহকাল পরকালের জন্য। হে প্রেমস্বরূপ, যেখানে যাই ঐ গিরিবাসী, মহাদেব চরণে প্রণতি, দেবী প্রকৃতি দেবীর পদারবিন্দে প্রমত্ত। এস, দয়াময়, আনন্দের সহিত কাছে এসে তোমার করে নাও চিরদিনের জন্য। হিমালয়ে যোগে প্রমত্ত হয়ে, মহাদেব নাম কীর্ত্তন, আনন্দ সম্ভোগ, পুণ্য সঞ্চয়—এই করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইতে পারি, কৃপাসিন্ধু, আমাদের সকলের অযোগী মস্তকের উপর হাত রেখে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার রাজ্যে চিরবসন্ত।

আম্বালা, ৪ ঠা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার।

হে দয়াময়, সংসার অসার ইহা যেন আমরা বুঝিলাম, কিন্তু ধর্ম্ম কেন অসার হইয়া পড়ে। ধন মান অনিত্য মানিয়াছি, কিন্তু উপাসনা, বিশ্বাস, প্রেম ভক্তি, এসকল কেন অনিত্য বস্তু হইয়া যায়। পিতা, ধর্ম্ম দেখিতেছি সার ও অসার দুই রূপই আছে। তোমার আশ্রিতদিগকে অসার হইতে দূরে রাখ। ধর্ম্মরাজ্যের ভিতরে প্রবঞ্চনা থাকিলে মানুষের তো আশা নাই। ঠাকুর, তুমি কিনা নিত্য, যে ধর্ম্মে অনিত্য আছে সে তোমার নহে। তোমার রাজ্যে শীত গ্রীষ্ম তো নাই, আনন্দময়ীর দেশে চিরবসন্ত। ওখানে যদি কেহ এক দিনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাকে নাকি সেখানে রাখা হয় না। তোমার দেবালয়ে যে বলে, "আজ ভাল উপাসনা হয় নাই কাল যেমন হইয়াছিল" তাহাকে তখনি দেবালয় হইতে দূর করিয়া দাও। কেহ যে বল্‌বেন, "মার মুখে দিন রাত্রি আছে, মা সকালে হাসেন রাত্রিতে কাঁদেন" কোন্ মূর্খ এমন কথা বলে? মা আমার আনন্দময়ী? সদাই হাসিতেছেন। এই জীবন থাকিতে থাকিতে তোমার ঐ চিরবসন্তের রাজ্যেতে গিয়ে যদি বাস করিতে পারি তাহা হইলে একেবারে কৃতার্থ হয়ে যাই। এই যে যোগরাজ্য এখানে অষ্টপ্রহর নাচিলেই হইল,

কুবেরের ধন যেন ছড়ান হচ্চে সর্ব্বদাই, মার মুখের হাসি থামে না থামে না, গাছে ফুল শুকোয় না শুকোয় না, ফোয়ারার জল বন্ধ আর হয় না হয় না। চারিদিকে সুখের লক্ষণ! যোগিজনের মনোলোভা শোভা এই জন্য তিনি মার কোমল চরণ বুকে নিয়ে এইখানেই পড়ে থাকেন। ক্রমে২ দুঃখের দরজা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে তোমার দেবালয়ে বসে অনন্ত-কাল প্রেম ও যোগে ডুবে থাকিব, মা, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত আমরা বার বার সকলে প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাগবতী তনু ভিক্ষা।

দিল্লী, ৫ই অক্টোবর, শুক্রবার।

হে প্রেমময়, হে গুণের সাগর, সাধু মন অসাধু তনু সহন করিতে পারে না, যেমন স্নান করিয়া পরিষ্কার করিয়াছে যে অঙ্গ সে ময়লা বস্ত্র পরিধান করিতে চায় না। শরীর যদি পাপ অন্ধকারে মলিন থাকে, তবে মন কি করে ভাল হইবে? যার তোমার প্রসাদে মন একটু ভাল হইয়া থাকে তার শরীর সুস্থ করিতে যে খুব চেষ্টা হইবে। শরীরের পোষাকটা মনের ভাল লাগে, যখন উহা মনের মত

হয়। এই পা যদি কেবলই সংসারের দিকে যেতে চায়, এই হাত দুটো যদি কেবল পাপ করিতে যায়, এই চক্ষু দুটির যদি কেবল নরকের দিকে দৃষ্টি থাকে, তবে এ সকলে আমার কাজ কি? হে দীননাথ, ব্রহ্মতনুর স্রষ্টা, ভাগবতী তনু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরণ কর, নতুবা এ শরীরের দুর্গন্ধ লইয়া আর চলিতে পারা যায় না। অন্তরের গন্ধে শরীর সুগন্ধযুক্ত কর। জননীর সৌরভ সন্তানতনুতে দাও। তোমার পুণ্যে আমার পুণ্য মিলিল, তোমার প্রেমে আমার প্রেম মিশিল, তখন ঠিক্ হইল। এই জন্য, দেহপতি, তব পদে মিনতি যে এই দেহকে তব কৃপায় শুদ্ধ করিয়া দাও। দেহকে যে লোকে ঘৃণাকর করিয়া রাখিয়াছে। হে তেজোময়, তোমার প্রসাদে এই দেহকে আমাদের আনন্দের বস্তু করিতে দাও। এই দেহ সমস্ত পবিত্রবস্তুর মিলনের স্থান হউক। যত শাস্ত্রের মিলনে দেহ শাস্ত্র হউক। চক্ষু কর্ণের বিরোধ শেষ হউক। তখন বলিব চক্ষুযুগল কি সুন্দর, সকল বস্তুতেই হরি দেখে। পা দুটি কেমন শুদ্ধ, কেবল পুণ্যেরই পথে ধাবিত হয়। কৃপা করে দেহকে পবিত্র বস্ত্রের মত করে দাও। মনের ভিতরে যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা তোমার প্রতি বাড়িবে তেমনি দেহ শুদ্ধ হইয়া যেন বিমল প্রভা বিকীর্ণ করে। দীননাথ, এই আশীর্ব্বাদ কর যেন শীঘ্র শীঘ্র দেহ মনের বিরোধ মিটাইয়া ভাগবতী তনু লাভ করি। এই দেহকে সাধু

করিয়া লইব, তোমার পবিত্র চরণ স্পর্শে মন দেহ দুটিকে খাঁটি করিয়া তোমার চরণে ঢালিয়া দিয়া চির দিনের মত শুদ্ধ ও সুখী হইব, মা, এই আশা করিয়া সকলে মিলিত হইয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এক হরিতে সমস্ত লাভ।

দিল্লী, ৬ই অক্টোবর, শনিবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে আদরের দেবতা, মানুষ হইয়া এত কাল আমরা দুই দিক বিধিমতে রাখিলাম। কিন্তু নাথ, বুঝিলাম কি, দেখিলাম কি? পরিণামে না এ দিক হইল, না ওদিক হইল। আমরা কেবল এই ভাবি—দুই দিক কি হয় না? পাপও একটু করিব, পুণ্যও একটু করিব। কতক টাকা দেবালয়ে দিব, আর কতক টাকা সংসারে সুরালয়ে দিব। ইহকালের দুটো অপবিত্র সুখও যাহাতে হয় তাহা করিব, আবার বৈকুণ্ঠ যাহাতে পাইব তাহাও করিব। যথার্থ ভাগবতকথা কি আমরা বুঝিয়াছি। তুমি যাঁহাকে টানিয়াছ, যুগে যুগে তাঁহারই প্রাণ তুমি একেবারে জড়িয়া লইয়াছ। তিনি বলেন, আমার প্রাণকে আর কিছুতে আকর্ষণ করিতে পারে না, হরি-

সুধা ব্যতীত। পরমেশ্বর, যে তোমার হয়, সে কি আর কখন অন্য কাহারো হয়? সে যে জানে না অন্য কিছু। যে সতী হয় সে কি অন্য কাহাতেও মুগ্ধ হইতে পারে? হরি হে, আমরা তোমার আশ্রিত, এখন এই চাই যে মনটা এমনি তোমার ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে যায় যে পৃথিবীর সমস্ত সুখ সম্পত্তি এনে দিলেও মনকে আর টানিতে পারে না। হরির বাঁশি একবার বাজিলেই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে চৈতন্য-বিহীন হইয়া ঐ দিকে দৌড়িল। অন্যের কর্ণে ও সুর কিছু নহে। যেমন সুর তাঁহার কাণে লাগিল শরীর মন কোথায় রহিল, একেবারে হরিচরণে গিয়া বসিলেন। দেখ হরি, যে এই সকল কথা বক্তৃতার ছলে বলে সে এক জন কাপুরুষ নরাধম। কারণ যে মিথ্যা মিথ্যা এই সকল কথা না দেখে, না জেনে বলে সে পাপ করে। হরি হে, জীবের মঙ্গল যদি চাইবে তবে এই রকম কর। যে বলে, "আমি হরিকেও ভালবাসি, আমাকেও ভালবাসি" তার কিছুই হয় না। আমরা ঢের দেখেছি। মা, তোমার কত সন্তানকে এই করে মরিতে দেখিয়াছি, তারা চায় দুই। সংসারের এই যে সকল লীলা খুব দেখিলাম। তোমাকে যিনি পেয়েছেন তিনি তোমাতে সকলই পাইয়াছেন। হে দয়া-ময়ি, তোমার ছেলেরা কত কাল এই রকম দুই দিকে ঘুরিবে? সকলই যে পাওয়া যায় ঐ চরণে। সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তোমার ঐ শ্রীচরণ পাইলে। এখন

কেবল সর্ব্বদা দেখি যে মনটা তোমার ভিতরে আছে। তোমার ছেলেগুলি তোমার পুণ্যসাগরে ডুবে গলে যাক্। রেখেছি ভাল করে যে পাঁচ দিক করিতে গিয়েছে, তার শেষ ভয়ানক। আর যিনি তোমাকে চেয়ে সমস্ত পেয়েছেন, দেখিলাম তিনিই দুইকে এক করিয়া পরম সুখে সুখী হইলেন। হরি, তোমার দিকে মনকে টেনে রেখে দাও। তোমার মত আর আমাদের কেহ নাই। অমন পিতা মাতা বন্ধু কেহ নাই। অমন সুখ আর কোথাও নাই। যখন অন্য বস্তু কিছু ভাল লাগে না, যখন অন্য কাহারও সঙ্গ ভাল লাগে না, তখন একমাত্র হরিধনই সর্ব্বস্ব ধন মানুষের। চির-দিন যেন তোমার সেই ভক্তিযমুনার ধারে তোমার সুন্দর বংশী শুনে সমস্ত ত্যাগ করে তোমার শ্রীচরণে প্রাণকে বিকাইয়া রাখি, হরি, অনুগ্রহ করে আজ আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বাস বিতরণ।

দিল্লী, ৭ই অক্টোবর, রবিবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে আদরের অন্তরতম ঈশ্বর, আমরা যেখানে যাইতেছি, যেখানে বসিতেছি, সে স্থানে পুণ্যের

সৌরভে কি সুগন্ধ হইতেছে! আমরা কি আতরের মত হইয়া দৌড়িতেছি? তোমার ভাগবততত্ত্বকথার যে স্বর্গীয় সৌরভ তাহা কি ছড়াইতেছি? দীনবন্ধু, পাপী হই আর যাই হই, তুমি আমাদের সাক্ষী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছ। জগতের লোকের মধ্যে তোমার সম্বন্ধে বিশ্বাসের অভাব আছে, তোমাকে অপমান করে, এই জন্য হে বিশ্বেশ্বর, তুমি তোমার কতিপয় বিশ্বাসী সন্তানকে ডাকিয়া বলিয়াছ, ঈশ্বর-বিদ্রোহীদের মধ্যে ব্রহ্মশান্তি দাও। হে পিতা, যুগে যুগে তুমি এক এক দল বিশ্বাসী প্রস্তুত করিয়া তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছ। তুমি নিজে দয়া করিয়া এক এক দলকে তোমার নাম প্রচার করিবার ভার দাও। তাহাদের তুমি রক্ষা কর, অনেক অলৌকিক ব্যাপার তাদের দেখাও তোমার বিশ্বাসী-দের সঙ্গে চিরসম্বন্ধ স্থাপন করে। তোমার কথা শুনিয়া তোমার বিশ্বাসী দল নানা স্থানে গিয়া পাগল হয়ে তোমার কথা প্রচার করেন। যদি তোমার অনুগ্রহে আমরা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকি, তবে আমাদের কার্য্যেতে সুগন্ধ বাহির হউক, আমাদের কথায় সুগন্ধ, শরীর মন হইতে সুগন্ধ বাহির হইয়া চারি দিক আমোদিত করুক। নাথ, যেন আমরা পৃথিবীকে বিশ্বাসী করিতে পারি, যারা তোমাকে দেখিতে পায় না, তারা যেন তোমায় দেখিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হয়; যারা তোমায় ভালবাসিতে পারে না, তারা যেন তোমাকে প্রাণ দিয়া প্রেম করিতে পারে। যদি আমরা মন

দিই তোমাকে তাহা হইলে, দীনবন্ধু, আমাদের কথা এমন নরম হবে, আমাদের কাজ এত সুন্দর হইবে যে আমাদের দেখে পৃথিবীর তোমার প্রতি ভক্তির সঞ্চার হইবে। হরির প্রেমলীলার সাক্ষ্য দিব। হরি আমাদের মধ্যে এই এই লীলা দেখাইতেছেন। এই কলিযুগের মধ্যেও হরিপ্রেমে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমরা দেখাই যেন দিন দিন কাণা চক্ষু পাচ্চে, কালা শুনিতে পাচ্চে। কৃতার্থ করিবে বলিয়া দেশ দেশান্তর হইতে লোক আনিতেছ। তোমাকে পৃথিবী মানিবে না? তোমার নব বিধানের মধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত চরিত্র যেন ফুলের মত ফুটে উঠে। ঈশ্বর, এ সকল দেখে মানুষ কেন চুপ করিয়া থাকিবে? প্রেমের সুধা যাহা পেট ভরে খেয়েছি তাহা দশ জনকে খাওয়াই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নবদ্বীপ হইয়া হরিপ্রেমে মত্ত হউক। দীনবন্ধু, তুমি যুগে যুগে যাহা করিলে ঘোর কলি যুগে তাহাই কর। আশ্রিত ভৃত্যদিগের মুখ তুলিয়া কথা কহিবার মত কর। বলিব, ছিলাম বড় দরিদ্র দীন, এখন হয়েছি খুব ধনী। আগে ভগবানের শাস্ত্র কিছু জানিতাম না, এখন প্রাণের ভিতরে অনাদি বেদ বেদান্ত শুনিতেছি। হে করুণাসিন্ধু, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর যে, যে সকল গূঢ় হরিকথা আমাদের ভিতরে আসিয়া শুনাইলে সেই গুলি জগতে প্রচার করিয়া সকলকে হরিপ্রেমে মাতাই। আরও তোমার প্রেমে মাতিব, মনে যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি

নির্ভয়ে চারিদিকে প্রচার করিব, সকলকে তোমার প্রেমে মত্ত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গ করিব এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে আমরা পরমভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দেবসন্তানত্ব।

দিল্লী, ৮ই অক্টোবর, সোমবার।

হে দয়াসিন্ধু, হে যোগেশ্বর, মানুষ আপনার দোষে আপনাকে কত নীচ করে। ছিল সে দেবসন্তান, ব্রহ্ম-তনয়, তার পরে সে হইল মানুষ, তার পরে জন্তু। তোমার ছেলে হয়ে মানুষ চতুষ্পাদের সঙ্গে মিলিল। যে শরীরে দেবতাদিগের রক্ত চলিত, সেই শরীরে এখন কাম ক্রোধা-দির রক্ত চলিতেছে। হে প্রেমস্বরূপ, এত আত্মবিস্মৃতি মানুষের হয়? আমরা মনে করি, আমরা শূদ্র, কিন্তু, হরি, পুত্র কখনও শূদ্র হইতে পারে না। এই পৃথিবীর পশুত্ব আসিয়া আমাদের ভিতরের ব্রহ্মতেজকে চাপিয়া দেয়। মানুষের রক্ত দেবতার রক্ত। যদি তোমাকে মানুষ ভাল-বাসে, সেবা করে, তবে সে ব্রহ্মতনয়ের ন্যায় থাকিতে পারে। মার মত মুখ ছেলের হয়, বাপের মত অঙ্গসৌষ্ঠব সন্তানের হয়। মানুষ এমনি ভুলে গেল যে ইচ্ছা করে গিয়ে বলে আমি জন্তু। যে মানুষকে তুমি স্বর্গের সিংহা-

সনে বসাবে সেই মানুষ কি না শূকরের সঙ্গে মিশে বিষ্ঠা খাচ্চে। যে মানুষ রাজকুমারের বিক্রম দেখাবে, আজ সেই মানুষ পঙ্গু, অন্ধ, মৃতপ্রায়। ব্রহ্ম, ব্রহ্মকুলে কেন এমন ভ্রষ্ট আচার? জাতিচ্যুত হইয়া নীচে পড়িল কেমন করে? হরি, তোমার মতন তেজ শ্রী ছেলে হয়ে কে দেখাবে? মানুষ কার গর্ভে জন্মে ছিল ভুলে গেল। মানুষের জন্ম তো ভগবতীর উদরে। তোমাকে মা ভুলে গেলাম? এখন পিতা মাতা বঞ্চনা, বংশ অস্বীকার! কেন না তাহা না হইলে অসদ্ব্যবসায় করিতে পারিব না। সংসারের নীচ সুখের জন্য মানুষ পিতা মাতাকে অস্বীকার করে। কি ভয়ানক! মা, আমরা তোমাকে কখন অস্বীকার করিব না। যখন স্বর্গে ছিলাম, বাল্য ব্যবহার করিতাম, সকালে বৈকালে সাধু ভাইগুলির হাত ধরে কত যোগের খেলা ভক্তির খেলা খেলিয়া দেবরাজ্যের নিয়ম পালন করিতাম। এই পৃথিবীতে আসিয়া কোথায় গেল সে উচ্চ জীবন? এই সেই শরীর, এ রক্তের ভিতরে এখনও সেই হরি বিরাজিত। তবে কেন আর নীচ ব্যবহার এখনও? হে মাতঃ, দেশে যেমন তোমার পূজা আজ আরম্ভ হইল, হৃদয়ে তেমনি যথার্থ তোমার পূজা আমরা করি। সমস্ত মানুষ তোমার সন্তান। আজ আনন্দের দিন, তুমি যে৹ চারি দিকে তোমার ভক্তদের মধ্যে তোমার মাতৃস্নেহ প্রকাশ করিতেছ। আজ তোমার আহ্বান

ধ্বনি শুনিয়া তোমার নিকট আসিলাম। যিনি বিপদ-কালের বন্ধু, তাঁহাকে কি অস্বীকার করিতে পারি? দেবী-পূজা এ দেশে লুপ্ত হইল, আবার দেবীচরণ সকল সন্তানে মিলিয়া পূজা করিতে থাকুক। দেবী, দেবী বলিয়া তোমাকে ডাকিব। তুমি তারিণী, মোক্ষদায়িনী, তোমার চরণতলে মা মা বলে ভক্তির সহিত পড়িয়া থাকিব, আর শুদ্ধ এবং সুখী হইব, মা, এই আশা করিয়া আমরা সকলে তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সৌহার্দ্দ মুক্তি।

কাণপুর, ১০ই অক্টোবর, বুধবার।

হে প্রেমরাজ, শরণাগত বৎসল, ভক্তকে ভাল বাসিতে, ভক্তের মান রক্ষা করিতে তুমি যেমন আছ আর এমন কে আছে? তোমার মত বন্ধু আর কে আছে? বন্ধু হয়ে, দীনবন্ধু, ভক্তের সেবা দিবানিশি করিতেছ। বিশ্বাসীর চক্ষে, পৃথিবীতে যত ভক্তের বাড়ী আছে, তাতে তুমি কেবল দৌড়িতেছ। কোমল তোমার প্রাণ, বন্ধুর দুঃখে তুমি বড় কাতর বন্ধু। লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে একটি ভক্ত তোমার পড়ে আছে, বন্ধু নাই, যাহারা ছিল ক্রমে ক্রমে

ছাড়িল। তুমি গেলে তাঁহার সেবা করিতে। অবিশ্রান্ত সেবা কর; কাছে এসে বসে কত রকমে প্রাণ পরিতোষ কর। লোকে তোমাকে পিতা, মাতা, মুক্তিদাতা বলিয়া পূজা করিল। এই যে বন্ধুভাবটি ইহার ভিতরে অমৃত রহিয়াছে। আমার মুখ শুকাইলে তোমার মুখ শুকোয়, আমার ব্যারাম হইলে যেন তোমারও ব্যারাম হইয়াছে। জগদীশ, পৃথিবীতে আত্মীয় স্বজন আছে তাহারা সেবা করে, কিন্তু তাদের মুখ শুকোয় না। তারা নিজেরা আলগা হইয়া সেবা করে। হরির প্রাণে ভক্তের প্রাণ এক হয়ে গেছে। ভক্ত বলেছে, আমার কাছে যে দিনের বেলায় কেহ থাকে না। ঈশারায় হরি তাহা বুঝিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হইতে নিজে কাছে গিয়া বসিলেন। এ নববিধানের হরি যেন ভক্তের প্রেমে পাগল হয়ে গেছেন। আমি যখন খেপি, উনিও তখন খেপেন। মনে মনে যোগবন্ধনে উনি এক হয়ে বন্ধু হয়ে সেবা করেন। প্রেমেতে বিহ্বল হয়ে গেছেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের হরি জখম হয়েছেন অনন্ত প্রেমের ভারে। আমার হরি বাজারে কি পাওয়া যায় তাই খুঁজিতে যান। বন্ধুতা বড় ভয়ানক জিনিষ। না দেখিলেও বাঁচি না, দেখিলেও মনের ভিতরের দুঃখ যায় না। সেবা করিলেও মন তুষ্ট হয় না। অধম নরাধমকে কি বন্ধুত্বে বরণ করিয়াছ? তবে আমার আর ভাবনা কি? কি লোকে অগ্রাহ্য করিল. কে

ভুটো শক্ত কথা বলিল, কে ছেড়ে চলে গেল, কে এখন আমাকে তত ভালবাসে না, এসব কি আর আমার লাগে? হে প্রেমময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন চিরদিন তোমাকে হৃদয়ের বন্ধু মনে করে সৌহার্দ্দ-মুক্তিলাভ করিব ও তোমার শ্রীচরণে পড়িয়া তোমার সহিত বন্ধুত্বপ্রেমে এক হয়ে যাব। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্তি।

কাণপুর, ১২ই অক্টোবর, শুক্রবার।

হে অপার শান্তি, হে নিত্য কুশল, ভবসমুদ্রে শান্তি ঘাট তুমি। জীবের জীবনতরী চারিদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে এই শান্তিঘাটে উপস্থিত হয়, যেখানে তুফান নাই, ঝড় নাই, যেখানে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সংসারের উত্তপ্ত জীবদিগকে শীতল করে। হে মধুরভাষী বন্ধু, যখন সকলের কথা ক্রমে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠে, তখন তোমার সুধামাখা কথা একটি একটি অমৃতবিন্দুর ন্যায় মনের ভিতরে পড়ে আর শান্তি দেয়। হে শ্রীনাথ, তোমার শ্রী সংসারদগ্ধ চক্ষুকে আরাম দেয়। হে লক্ষ্মী, যদি আনিলে তব সন্নিধানে জীবনকে ক্রমে ক্রমে শান্তিময় কর। তোমাকে দেখিলেই শান্তি হবে, কথা তোমার শুনিলেই

শান্তি হবে, এমন অবস্থায় আনিয়া ফেল তবে মানবজন্ম সফল হবে। এই সাধন ভজন যাহা কিছু জীব করে কেবল শান্তির জন্য। যখন প্রাণটা শীতল হয়, তখন মনের সাধে শ্রীমতীর গুণগান করে। যারা শান্তি পেলে না তাহাদের উপাসনা মিথ্যা, ভজন সাধন মিথ্যা। সংসারের লোকদের মাথা গুলো যেন অশান্তির আগুনে জ্বলিতেছে। উপাসনাটা খুব মধুর কর। যদি শান্তি না পায়, তবে তোমাকে জীব ডাকিবে কেন, এত একতারা গেরুয়া লইবার আবশ্যক কি! এস, মা লক্ষ্মী, মাথায় হাত দিয়ে খুব শান্তি দাও। শান্তি দিয়ে জীবকে লোভী কর আরো শান্তির জন্য। সকলের বুকে হাত দিয়ে দেখব, মা, তারা শান্তি পেয়েছে কি না মাকে ডেকে। যেন ঠিক প্রস্ফুটিত কমল ফুল! এমন যে, অন্য দশ জন যদি এসে তাতে মাথা দেয় তাহা হইলেও তাদের শান্তি হয়। শোকের জ্বালা নিবাইয়া দাও, আর কমলা, সকল হৃদয়ে শান্তির কমল ফুল ফুটাইয়া দাও। চিত্তসরোবরে তোমার পাদপদ্ম ভাসিতেছে এইটি দেখিব। ঐ চরণকমলস্পর্শে সমস্ত শরীর মনকে শান্ত করিব, আর শান্তিসলিলে ডুবিয়া মা মা করিয়া ডাকিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব, মা, অনুগ্রহ করে আজ আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার সাধ মেটান।

কাণপুর, ১৩ই অক্টোবর, শনিবার।

হে প্রেমের আকর ঈশ্বর, যেখানে প্রেম সেইখানেই গভীর। যে প্রেম করে সে যে অনেক চায়। সাক্ষী তুমি মা আমার। দিচ্ছ অনেক, চাওও অনেক। তোমার লোভ, ব্রহ্মলোভ, কিছুতেই থামে না। ব্রহ্মের কিছুতেই আর সাধ মিটে না। কোথায় প্রাণের এক কোণে একটু প্রেম পড়ে আছে সে টুকুও চাই। মার আমার আশ মেটে না। বড় ঘরের প্রেমিক যাঁরা, এমনি লোভী তাঁরা। ছোট লোক জীব বলে, সিকি ভাগ প্রেম দিলাম, আবার কি দিব? ঈশ্বর হাসিতেছেন আর বল্‌ছেন যে ওর এইটুকু দিতে কষ্ট, তবে সমস্ত কি করে দেবে? তোমার যে অধিকার সমুদায় জিনিষের উপরে। আমাদের শরীরে এক ফোটা রক্ত থাকিতে তাহা তুমি না নিয়ে ছাড় না। মা, প্রেমের রহস্য কে বুঝিতে পারে? যেখানে দামোদরের বাঁধ ভেঙ্গে চল্‌চে, সেখানে কি একটু বাকী রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারে? দামোদর হাঁ করে রয়েছে, কেবল গিল্‌চে। এই কুড়ী বৎসর যা কিছু পাচ্চি এনে দিচ্চি মার চরণে, তবুও মার "আরো দাও" "আরো দাও" কথাটী থামিল না। মার ভালবাসা কত অধিক! আধ মিনিট যদি মনটা অন্য দিকে যায় মার মনে বড় কষ্ট। অথৈ প্রেম ২৪ ঘণ্টায় ঘড়ি

ধরে দেখ্‌ছেন আমাকে ছেড়ে কোথায় গেল? মার প্রাণটা পড়ে আছে ছেলের কাছে। ছেলেটা বুঝিতে পারে না। সে ভাব্‌ছে উপাসনা কর্‌ছি, সাধন কর্‌ছি—সবই কর্‌ছি। এসে দেখে মা বিমুখ। মা বলেন, যে আধ মিনিট আমাকে ছেড়ে থাকিতে পারে সে আধ ঘণ্টাও তো ছাড়িতে পারে। মা, যারা তোমার চরণতলে পড়ে ভজন সাধন কর্‌ছে, তাদের এইটে আগে বুঝ্‌তে দাও। সকলে ঠিক ঠাক বুঝ্‌ছে, বাহিরের লোক খুব সুখ্যাতি কর্‌ছে, বল্‌ছে এ খুব মাকে ভালবাসে, একবারও ছেড়ে থাকে না। কিন্তু তুমি জান বেশ সে কি করে। এক মিনিট তোমাকে সে ছেড়ে গিয়েছিল বলে তুমি বিরক্ত। পৃথিবীর মার যদি ছেলে স্তনের দুগ্ধ না খায় স্তনের টন্‌টনানি কত হয়। এত বড় স্তন, কতই মা ব্যথা পাইতেছেন। মন, মা যাহা চাহিতেছেন সব মার চরণে দে। মা, এস বস, সমস্ত নাও। তুমি যেমন প্রেমলোভী হয়ে যেমন চাচ্চ, আমরাও যেন তেমনি ব্রহ্মলোভী হয়ে তেমনি তোমাকে সমস্ত দিয়া তোমাকে লই। আর আধা আধি সাধন করিব না, যা আছে সমস্ত তোমাকে দিয়ে তোমার সাধ মেটাতে চেষ্টা করিব, মা দয়াময়ী, অনুগ্রহ করে আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গ দর্শন।

কাণপুর, ১৪ ই অক্টোবর, রবিবার।

হে অনন্তপ্রেম, স্বর্গকামনা এখানেই, স্বর্গ প্রাপ্তিও এখানে। যে কামনা রাখে ইহকালের জন্য, সিদ্ধি রাখে পরকালের জন্য সে তোমাকে জানে না। হে পিতা, পিতৃভক্তদিগের মধ্যে সাংঘাতিক একটী অবস্থা আসিয়াছে, যদি পবিত্র আত্মা আসিয়া দুরবস্থা দূর করেন তবেই ভাল, নচেৎ দলশুদ্ধ বুঝি গেল। আমাদের বাল্যদল যুবাদল দুটি ছিল ভাল, উচ্চতর স্থানে যাইতে হইলে আব যে লোক পাওয়া যায় না। বন্ধুবর্গ লইয়া কেবল এ পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপন হয় না। এই সাংঘাতিক অবস্থাকে আমরা বলি অকালে মৃত্যু—যদি দিন কতক খুব কাজ কর্ম্ম দান ভজন ধ্যান করিয়া আর উঠিতে না পাবে, তবে তার আর স্বর্গ নাই। আমরা তো আর আত্মপ্রবঞ্চিত লোক নই যে ভাবী কল্পনার স্বর্গ প্রস্তুত করিব। এখানে ছেলেবেলা হইতে যেমন সকলে মিলে সাধন ভজন করেছি, এখনও তেমনি বৃদ্ধ বয়সে যোগরাজ্যে যোগ করিব। কিন্তু সংসার হইল প্রতিকূল। আর আমাদের লোক উঠে না। ভালবাসা বাড়ে না। জীবনের সুগন্ধ ত বাড়ে না। চরিত্র ভাল হয় না। যিনি স্রষ্টা তিনিই প্রলয় কর্ত্তা। যার এক হস্তে অমৃতের পাত্র, কিন্তু অন্য হস্তে অসি আছে। ব্রাহ্মেরা

আর উঠিতেছে না। কৈলাসপুরী যোগগ্রামের কত বাড়ী রহিল বাকী, দেখিল না। ভগবান্, বৃক্ষ আর ফল না দিলে তার দশা স্পষ্টই দেখা যাচ্চে। এই আমরা কটি মানুষ আছি পৃথিবীতে, আর এক দল আসিয়া এই স্থান দখল করিবেই করিবে। এখন যে সাংঘাতিক রোগ প্রবিষ্ট হই-য়াছে, বুঝেছি কর্ম্ম কাজ আর বড় অধিক হইবে না। অন্য অন্য দল পৃথিবীতে আসিতেছে, তোমার ভক্তদের কাজ লইতেছে। হরির বৃন্দাবনে খুব যাত্রী আসিল, কিন্তু এখন নরম পড়িল। এই দলের অকাল মৃত্যু—তারই পূর্ব্বাভাস এখন দেখা যাচ্চে। কোথায় অনাবৃষ্টি হবে, না প্রেমবর্ষণের ধুম বেড়েছে। হে মাতঃ, পৃথিবী তোমার বৃন্দাবন দেখিবে দেখিবে ভাবিয়া আর দেখিতে পাইল না। আমরা উচ্চ-মণ্ডলী হইয়া স্বর্গ তো দেখিতে পাইলাম না। দেখা যাচ্চে, কিন্তু উঠিতে পারিলাম না। আমি বল্‌ছি—বাণী শুনে বল্‌ছি; বানিয়ে বল্‌ছি না। রাশি রাশি কুবেরের ধন আস্‌ছে দেখ্‌ছি। এখনও লক্ষ লক্ষ গ্রামের লোককে খাওয়াইবার জোগাড় রয়েছে। লোক কৈ? এই দুঃখ কি থাক্‌বে? বৃন্দাবনপতি, সেই মহাভাব সেই ভক্তি ভাব সকলই সেই, কেবল বিশ্বাস করে লোকে আস্‌ছে না। হে প্রেম-সিন্ধু, এই বিশেষ নরক এয়েছে, তাই তোমার পা ধরে বলি, এক বার যদি এই ভয়ানক সাংঘাতিক ভ্রান্তিটাকে পবিত্রাত্মা এসে দূর করেন, তবেই আমরা এ অকাল মৃত্যু হইতে

বাঁচিয়া আরও কিছু দিন থাকিয়া তোমার স্বর্গ দর্শন করি। কত ডাকাডাকি, শরীর পাত হইল—তোমার ঘরে আসন পাতা—এততে যদি না আসে তবে কি হল? তোমার সূক্ষ্ম অটল আদেশ তার উল্টো কখনও হবে না। গরীব কয় জন লোক হাসিতে হাসিতে তোমার বৃন্দাবনে গেল, তার পর কোথায় গেল? এই সকল যোগের ঘরে তো কাহাকেও দেখ্‌ছি না। পৃথিবীতে এমন শুভক্ষণ আর কখন আস্‌বে? এ সময় আমাদের খুব মাতিয়ে দাও। আর কিছু দিন বাঁচিয়া খুব ভোগ করে নিই। বাগ্‌ড়া দেয় কেন আপনার লোক? মা, তালে তালে নাচ্‌চে, এমন সময় বেরসিক একটা কে কথা বল্‌লে আর তাল কেটে দিলে যে, ঈশা মুষা এঁরা চটে উঠে গেলেন। গুটি ৫০ তেমন ভক্ত হয় এখন, তবে মনের সাধে টাকা সংগ্রহ করিত। ছাদ ফুঁড়ে মোহর পড়্‌ছে আর গৃহস্থ ঘুমুচ্ছে। বলে বলে আর পারিনে, মা। দয়াময়ী, এখন বুকে পা দিয়ে এ কয়টা স্বর্গ কোন রকমে দেখিয়ে দাও। নয় তো যে কয়টী লোক দেখিতে চায় তাদের দেখাও। পরে দেখিবে, এটা আমার ভাল লাগে না। হাতের কাছে রয়েছে কেন এখন দেখ্‌বো না? এত টাকা কড়ি রয়েছে কেন গরীব হয়ে থাকৃব? ঢের সুখ আছে কপালে ছাড়্‌ব কেন? মা, মহালক্ষ্মী, এমন সুখের সময় লক্ষ্মীকে ঠেলে না দিয়ে মা, লক্ষ্মীর হাত ধরে হাসিতে হাসিতে এই বাকী কয়টা স্বর্গ

দেখে নিই, মা, অনুগ্রহ করে আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যোগনিদ্রা।

কাণপুর, ২০এ অক্টোবর, শনিবার।

প্রেমসিন্ধু, যোগেশ্বর, তোমাছাড়া যদি আমার কিছু স্পৃহণীয় থাকে তবে আমি ভক্ত থাকিতে পারি, কিন্তু খুব নিকৃষ্ট। কেবল তুমিই আস্তে আস্তে প্রেমের আকর্ষণে টান্‌বে মনকে, আমি তোমার মাতৃবক্ষে ভাবনা চিন্তা ত্যাগ করে যোগনিদ্রায় থাকিব। কেবা বন্ধু, কেবা পৃথিবী কিছুই তখন মনে আসিবে না। আর সেইটী যদি প্রকৃত যোগ হয় তবে ইহকাল পরকালের কাজ গুছাইব। ঐ নিদ্রাতেই আস্তে আস্তে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইব। ভক্তেরা কি মনে করেছেন লালসার আগুন বুকের ভিতরে জ্বেলে শান্তি পাবেন? তোমাকে মানুষ ডাক্‌ছে অথচ এটা চাচ্চে, ওটা চাচ্চে, এ কি রকম? যোগীর আবল্য, ঋষির মাদক সেবনের ভাব, দয়া করে এই অধম জীবদিগকে প্রেরণ কর। ঢের মাদক সেবন করিলে এ উত্তপ্ত মনকে শীতল করিতে পারিবে। যদি মনে রহিল লালসা, তবে যোগের শয্যায় শুয়েও টাকার ভাবনা, সংসারের ভাবনা; দয়াময়ী, মনটাতে যদি কামনার আগুন

নিবুই, তোমার মুখ দেখিতে২ নিদ্রায় অচেতন হই, আর এক রাজ্যে যাইয়া পড়ি। সেখানে কিছুই নাই.কেবল আমি আর মা, মা আর আমি। পৃথিবীর সমুদায় স্থানে আগুন জ্বলিতেছে। এখন চাই কেবল যোগানন্দের শীতল জল। মনের ভিতর আগুন জ্বল্‌ছে। যেমন উপাসনা হইতে বাহির হইল, অমনি মানুষ চারিদিকের আগুন জ্বালিয়া দিল। এ যোগধর্ম্ম ভক্তদলের মধ্যে আর একটু প্রবল করে দাও। ভাই বন্ধু সকলে ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। তাঁদের বুকের ভিতরে খুব কামনার আগুন জ্বল্‌ছে। যোগেশ্বরী, যদি একবার হরি-নামের মাদক খাওয়াও, ঐ মুখ দেখতে দেখতে নেশায় ঢলে পড়ে একেবারে অচেতন হয়ে যায়। ওরূপ দেখতে দেখতেই যোগী হওয়া যায়। জীবের মন শরীর গরম হয়ে গেছে, এতে তোমার লাবণ্যের একটু ছিটে দাও দেখি অমনি দড়াম করে পড়ে যাব, আর পড়েই ঘুম। ঐ হরিপাদপদ্ম বুকে ধরে চুপ করে পড়ে থাক্‌ব। শ্রীহরি, সকল কামনা বিরহিত হইয়া তোমার যোগেশ্বরীরূপে মোহিত হয়ে যোগনিদ্রায় একেবারে ডুবে থাকি এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সার ধর্ম্ম।

কাণপুর, ২১ এ অক্টোবর, রবিবার।

হে প্রেমময়, হে জ্যোতির্ম্ময়, চারিদিকে কেবলই অসার, তন্মধ্যে আমি প্রধান অসার; কিন্তু যখন ব্রহ্মপূজা হয় তখন সকলই সার। স্বপ্নের সংসার কোথায় চলিয়া যায়, ক্ষুদ্র পাপকলঙ্কিত জীব কোথায় যায় তখন। নাথ হে, এমন যে শুষ্ক কাষ্ঠ ইহাও সার হইয়া যায়। যত ব্রহ্মাগ্নির ভিতর যাই, ততই আমরা সকলে পুড়িতে থাকি। এখনও আত্মার সুখ অপেক্ষা শরীরের সুখ বড় বিশ্বাস করি, অবিশ্বাস তাড়াই আবার ঘুরিয়া আসে। কিন্তু যখন যোগেতে এই তনু বিনাশ করি, তখন এই তনু তোমার হয়, তোমার হাসি আমার হাসিতে মিশিয়া যায়। জ্ঞান থাকে না তখন আমি কোথায় আছি। এই তো আসল ব্রহ্মপূজা। সে সময় জীবের মনে থাকে না,'আমি কি ছিলাম,কোথাকার লোক'। আস্তে আস্তে তোমার দেবত্ব আমাদের সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দাও। ঐ জলে শুই, ঐ জল খাই, ঐ প্রেমসিন্ধুতে বিহার করি। এরূপে হরির প্রবেশ যদি জীবের মধ্যে না হয়, তবে ব্রহ্মপূজা আর হল না। এ পাপের ভিতর হইতে, এই পশুতনুর ভিতর হইতে জীবকে টানিয়া তোল, স্বর্গের রথের মত কর৺ হরিসঙ্গে হরিভক্তদের নিয়ে বক্ষের মধ্যে রেখেছি। আমি যোগের প্রার্থী। যাহাতে আর পাঁচ রকম

জ্ঞান না থাকে, একই দেখি, একেতে যোগ হইয়া যাই, এইটি কর, নইলে বল্‌ব, ব্রহ্ম ফাঁকি, পূজা ফাঁকি। কাঙ্গালের ঠাকুর যখন নিজের বুকের ভিতর টেনে নিয়েছেন, জননী, তখন সন্তানের আর নিরাশ হবার কারণ নাই। প্রেমসাগরে ডুবে লীন হয়ে যাই। যত দিন বাঁচিব পৃথিবীতে, হরিপদার-বিন্দসুধাপানের যে আনন্দ তাহা সম্ভোগ করিব, এই পাপ দগ্ধ প্রাণকে শীতল করিব, অসার ধর্ম্ম সাধন করিব না, হরির ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে তাঁর হয়ে থাকিব, এই আশা করিয়া মা দয়াময়ী, আমরা সকলে তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সোণা হ'য়ে যাওয়া।

কাণপুর, ২২এ অক্টোবর সোমবার।

দয়াল শ্রীহরি, এই সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া জীব য.. তোমার নিকট থাকে তখনই মনস্কামনা পূর্ণ হয়। হরি, তোমার বুকের নামই বৃন্দাবন। শান্তিবক্ষ, আনন্দ বক্ষের ভিতরে তব পদকৃপায় কোন রকমে জীব আস্তে আস্তে প্রবেশ করে। কেমন করে জীব হরির বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে ইহা লোকে জানে না, বোঝেও না। ..কে ডাকিতে ২ শরীর, সংসার, ধন, ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া আস্তে২ কোন্ দিক

দিয়া হরির বক্ষে প্রবেশ করে। তখন শরীরের জীব যাইয়া তাহাকে ডাকে, সে কি আর আসিবে? তোমাকে দুহাত তুলে ধন্যবাদ করি, জীবের জন্য এমন সুন্দর মোক্ষ রাখিয়া দিয়াছ! আমি যদি তোমার বক্ষের ভিতরে যাইয়া বসি, তাহা হইলে আমি যে অনন্ত সুখে সুখী হইলাম। 'দেখ, নাথ, সুখই যথার্থ, কেন না খনির ভিতর গিয়া পড়া। সোণা আর আবশ্যক নাই, কেন না সোণা হইয়া গেলাম। হরি ভক্তদের বক্ষের মধ্যে পুরে তাহাদের হরিময় করে দেন। যদি এই দেহে থেকে 'ধর্ম্ম কর্ম্ম' করিলাম তবে বৈকুণ্ঠবাস হইল না। হরির ঘরে, হরির বুকের বারাণ্ডায় বসিব, হরির বুকের ভিতর খেলা করিব, ইহাই আমরা চাই। হে আনন্দময়ী, ইহাই কর। এক এক সন্তানকে ধরে বুকের মধ্যে রাখ। দেখ্‌ব মা, চির দিন কেমন রাখিতে পার ঐ রকম করে। আর কান্না টান্না একেবারে থামিয়ে দাও। 'সোণা হয়ে যাব' এই কথা জগৎ শুদ্ধ সকলে বলুক। এবার স্পর্শ-মণি হরিতে সকলে লেগে হরিময় হয়ে যাব। আশা করুক জীব, হরির কৃপা হইলেই হইল। মাগো, তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে তোমার বক্ষবৈকুণ্ঠে বসে ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া অপার প্রেমসমুদ্রে ডুবে সংসারের প্রলোভনে আর প্রমুগ্ধ হব না, এবং চির দিনের জন্য কৃতার্থ হইব, মা, অনুগ্রহ করিয়া কাঙ্গালদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।